ঈমানদীপ্ত জিহাদী দাস্তান

মূল
খাওলা বেগোভিচ

অনুবাদ
শেখ নাঈম রেজওয়ান

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

www.pathagar.com

আগুন.... !

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে এ আগুন। যে আগুনের ইন্ধন হলো, মানবদেহ। এ ভয়াবহ আগুনের বিশাল কুণ্ডকে রক্তের প্রবল বর্ষণও ভরতে পারছে না। এর স্ফূলিঙ্গ আমার শিরা-উপশিরাগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

এটা আবার কোন্ মৌসুম?

এ আবার কেমন উত্তাপ? যার প্রখরতা ক্রমেই বেড়ে চলছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বাকশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এই আগুন আমার সবকিছুকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে। আমি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও কিছুই বাঁচাতে পারব না।

কিন্তু কেন?

পরিস্থিতিটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের আকৃতি ধারণ করে আমার সামনে নৃত্য করছে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, এসবই যেন অন্য জগতের, কোন অস্তিত্বহীন শব্দকোষের পরিত্যক্ত শব্দ।

আশ্রয়ের সন্ধানে

আমি আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড়াচ্ছি, আর দৌড়াচ্ছি। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? সে তো অদৃশ্য উদ্যানের মত পাতালপুরীর কোন গভীরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে। এখন হয়তঃ বাঁচার কোন উপায় নেই। ভাবতে লাগলাম, যদি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে মৃত্যুবরণ করাটাই আমার তকদীরের লিখন হয়, তাহলে বুযদীল ও কাপুরুষের মত কেন দৌড়াচ্ছি? মনসূর হাল্লাজের ন্যায় আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে কেন ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে পড়ছি না? কিংবা সক্রেটিসের মত স্বহস্তে কেন বিষের পেয়ালা পান করবো না? এটাই তো হবে আমার জন্য উত্তম পথ। এটা ভেবেই

www.pathagar.com

আমি দৌড় পরিত্যাগ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ধাবমান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একেবারে আমার কাছে এসে পড়ল। মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাপার! কিন্তু, তবুও আমি অনড় রইলাম।

দুঃখের পুলসিরাত

হঠাৎ কারো কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠলাম। দূর থেকে, অনেক দূর থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে, নাড়া দিচ্ছে ও হেলাচ্ছে ঃ

"খাওলা, খাওলা, আল্লাহর ওয়াস্তে জ্ঞান ফিরিয়ে আনো, খা—ওলা।"

মৃদু ডাক ছাড়াও সে আমার হাত ও মুখ ঝাকাচ্ছে। অবশেষে আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। জীবনের জাহান্নামে পুনরায় ফিরে এলাম। আমি চোখ দুটো মেলে ফ্যালফ্যাল করে চতুর্দিকে তাকালাম। আগুন কোথাও ছিল না। কোথাও তা নজরে আসছে না। যে আগুন সব কিছু জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়, তা দেখাও যাবে এটা জরুরী নয়। দৃশ্যহীন আগুন তো দৃশ্যমান আগুনের চেয়েও বেশী যন্ত্রণাদায়ক, বেদনাদায়ক।

"খাওলা বেটী! কথা বল, সম্বিৎ ফিরিয়ে আনো!" কমাণ্ডার তাহের বেগোভিচ্ এর কণ্ঠস্বর শুনে আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম কিন্তু ব্যর্থ হলাম।

"শুয়ে থাকো বেটী! শুয়ে থাকো। তুমি আবারো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। তোমার যখম তো এখন সেরে উঠছে, আল্লাহর উপর ভরসা রাখো, বেটী! নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করো। যদি তোমার এমনই অবস্থা হয় তাহলে তোমাকে লুকিয়ে রাখা, বরং আমাদের নিজেদের পক্ষেও লুকিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তোমার এমনভাবে ছটফট করাতে তোমার মুজাহিদ ভাইরাও হীন মনোবল হয়ে পড়বে। দুঃখ-বেদনা তো এখানে রোদের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রত্যেকেরই নিজের আপনজনের কথা, দুঃখ বেদনার কথা মনে পড়বে। এতে আমরা সকলে শোকে মুহ্যমান হয়ে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিল করতে অনেক পিছিয়ে পড়বো।" তিনি খুবই স্নেহভরে মৃদুকণ্ঠে আমাকে বুঝাতে লাগলেন।

"যদি.... যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, তাহলে আপনি আমাকে চলে

www.pathagar.com

যেতে অনুমতি দিন তাহের আংকেল। আমি আমার ভাই সফদর, বোন ছামারা ও আলীকে তালাশ করবো.... কিংবা আমি নিজেও তাদের মত কোথাও হারিয়ে যাবো। অন্ততঃপক্ষে দুঃখের এই পুলসিরাতের সফর থেকে তো মুক্তি পাবো। আমি প্রতিটি মুহূর্ত দুশ্চিন্তার এক মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।" যেসব অশ্রু অগ্নি সফরের প্রাক্কালে বেঁচে গিয়েছিল, সেগুলো এখন আমার চোখের পলকের সীমানা পেরিয়ে গণ্ডদেশে পৌঁছে গেছে।

"না, বেটী! না...। আমার উপর তোমার বাবার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। মুসলিম বসনিয়ার কন্যাদের রক্ষা করার দৃঢ় শপথ করেছিলাম আমি ....। কিন্তু, কাকে বাঁচাতে পেরেছি .... স্বয়ং নিজের মেয়েকেও রক্ষা করতে পারিনি ....." তার কণ্ঠস্বরটা অশ্রুর স্রোতে ভিজে যাচ্ছে।

"এখন আমি যতটুকু করতে পারি, আমাকে তা করতে দাও। তুমি শুধু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো, এতটুকুই যথেষ্ট। এ কথাটি অবশ্যই স্মরণ রাখবে যে, তুমি হচ্ছো বসনিয়ার শহীদ মুফতী আযম ইসমত বেগোভিচ (রহঃ)–এর বংশের কন্যা।" এ কথা বলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে কামরা হতে বেরিয়ে পড়লেন।

একটি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

আমি কামরায় একা ছিলাম। পাথরের তৈরী এই ছোট্ট কক্ষটি একটি ইমারতের ভূগর্ভস্থ অংশ। কামরায় ফার্নিচার বলতে কয়েকটি স্টুল, আর বড় দুটি কার্টন। কার্টনের ভিতর কিছু ঔষধ–পথ্য, অস্ত্রোপচারের যন্ত্র ও সিরিঞ্জ ইত্যাদি। এসব দিয়েই কয়েকদিন পূর্বে কমাণ্ডার তাহির চাচা স্বয়ং আমার শরীরে বিদ্ধ গুলিগুলো বের করেছিলেন। সেই যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে আমার পুরো শরীরটা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলো। এই কামরা, এখানে বিদ্যমান প্রতিটি জিনিস, অতীত মুহূর্ত, এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত একটি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। শুধু একটি আশা, একটি ভরসা যে, হয়তঃ কেউ আমাকে এ দুঃস্বপ্নের জীবন থেকে উদ্ধার করবে, জাগিয়ে তুলবে, এরপরই সব ঠিক হয়ে যাবে।

চোখ মেললে অবস্থার ভয়াবহ রূপ আমাকে আরো আতংকগ্রস্ত করে দেয়। কিন্তু চোখ বন্ধ করলে ঠিক একই রকম তেলেসমাতি শুরু হয়ে

www.pathagar.com

যায়। মা, বাবা, আলী, রায়হান, ছামারা ও সফদর—সবার সহাস্য চেহারা ও তাদের পরস্পরে কথাবার্তা বলার সে দৃশ্যাবলী আমার মানসপটে ভেসে উঠে।

শৈশবের স্মৃতি

আম্মা প্রতিটি জিনিস খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। আমাদের ভাইবোনদের মধ্য হতে কেউ যদি এসব জিনিস একটু এদিক-সেদিক করতো, তাহলে তাকে তিরস্কার করতেন। আমি বড় মেয়ে হওয়ার কারণে তার অতি আদুরে ছিলাম। আলী তো আমাকে হোম সার্ভিসের গোয়েন্দা বলে অভিহিত করতো। আমার প্রতিটি স্মৃতিকে আম্মা খুব যত্ন করে সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন। আমার দুগ্ধ দাঁত, হাসপাতালে পরিধেয় পরিচিতি রং, প্রথম কাপড় জোড়া, ঝুনঝুনি, প্রথমবার মুণ্ডিত চুলের ঝুটি, এমনকি আকীকার বকরীর একটি ছোট্ট হার—এসবগুলোকে তিনি একটি খুবসুরত কৌটায় অতি যত্নসহকারে সেন্ট মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। আমার জীবনের পুরো অতীতকে আমার আম্মা ভালভাবে হিফাজত করে রেখেছিলেন। কিন্তু আমি নিজে ভেঙ্গে পড়েছি, এমন মারাত্মকভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছি যে, নিজকে নিজে চিনতে কষ্ট হচ্ছে।

ইলম ও কিতাব প্রেমিক

চোখ বন্ধ রাখা সত্ত্বেও যে দৃশ্য আমার সামনে ভেসে উঠছে, তাহলো একটি উঁচু খুবসুরত গৃহ—যার দ্বারগুলো সব সময়ই সবার জন্য সেই ঘরে বাসিন্দাদের খোলা মনের মতই থাকতো উন্মুক্ত। আমার বাবা মুফতী ফারাছাত বেগোভিচ পুরো সারায়েভোতে ছিলেন অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। কারণ, শহরের প্রতিটি এলাকায় ছিল তার অগণিত ছাত্র ও ভক্ত। বাবা 'কারছা মালিবাহা মাদরাসা'য় শিক্ষকতা করতেন। মাদরাসাটি পুরো দেশে মুসলমানদের প্রধান ও সরচে' বড় ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। কিতাব, ইলম—এ দু'টোই ছিল বাবার জীবন। তার কাছে তিন হাজার অত্যন্ত দামী ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অমূল্য ভাণ্ডার ছিল। এ কিতাবগুলো অন্যান্য লাইব্রেরী হতে ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। যেগুলোকে তিনি গভীর চিন্তা

www.pathagar.com

ভাবনার পর বিশেষভাবে নিজের শাগরেদদের জন্য তরতীব দিয়েছিলেন। আনুমানিক বিশ বছর পূর্বে এ লাইব্রেরীটি তার সদিচ্ছার ছোট কূপ ছিল। এখন তা সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। যেসব ছাত্র এখান থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন, তারা স্বেচ্ছায় সানন্দে অনেকগুলো গ্রন্থ বর্ধিত করে যেতেন, যেন এ লাইব্রেরীটি একটি সম্মিলিত মালিকানাধীন লাইব্রেরী। তার একটি প্রত্যয়, একটি অঙ্গিকার ছিল যা বাস্তবায়িত হতে চলছিল। বাবা এটাকে 'প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বালানো' বলে আখ্যায়িত করতেন। মনে হয় এ কারণেই এ লাইব্রেরীটির নাম পড়ে যায় 'জ্বলন্ত প্রদীপ'। জানি না, কত লোক এই চেরাগের আলো হতে নিজেদের অন্তর মস্তিষ্ক ও বক্ষকে আলোকিত করেছেন। এ লাইব্রেরীটি আমাদের গৃহের আঙ্গিনার এক পাশে অবস্থিত। বিদ্যানুরাগী ছাত্রদের কাফেলা রীতিমত এখানে আসতে থাকতো। বাবার ছাত্ররাই এ লাইব্রেরীটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতো। প্রাচীন কিতাবসমূহের প্রতি দুর্বল ছিলেন শহরের ওলামাগণ। তাদের কয়েকজন বাবার সহপাঠী। কিতাবের আলোচনা চলাকালে বাবা প্রায়ই আবেগময় হয়ে যেতেন। আব্বাকে কেউ অধ্যয়নের জন্য নতুন কিতাব দিলে তাকে ভাবাবেগে এত উত্তেজিত দেখা যেত যে, মনে হত যেন তিনি স্বয়ং এ কিতাবটি লিখেছেন। ঘন্টা ভরে এর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। নির্বাচিত অংশ পাঠ করে শুনানো হত, মনে হত যেন কোন ধর্মীয় উৎসব চলছে।

এদিক দিয়ে বাবা ও মা উভয়ই সৌভাগ্যবান ছিলেন। তারা দু'জনই গ্রন্থপ্রেমিক ছিলেন। এসব তারা উত্তরাধিকার সূত্রেও পেয়েছিলেন। যদি এমনটি না হত তাহলে নিঃসন্দেহে দু'জনের পক্ষেই দাম্পত্য জীবন অসহনীয় হয়ে যেত। আম্মা পড়ার সাথে সাথে খুব সুন্দর লিখতেও পারতেন। মাসিক ম্যাগাজিন 'গ্লাছাং' (আল বালাগুল ইসলামী)তে তার রচনাবলী ধারাবাহিকভাবেই প্রকাশিত হত। এটা বসনিয়ার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইসলামী ম্যাগাজিন। তিনি বাবার কিতাবসমূহকে নিজের সন্তান বলে অভিহিত করতেন। তিনি এগুলোর যত্ন ও খেয়াল এমনভাবে করতেন যেমন কোন মা তার সন্তানদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যের প্রতি খেয়াল রেখে থাকেন।

www.pathagar.com

চন্দ্র ও সূর্যের বন্ধন

বাবা আম্মাকে অনেক অনেক ভালবাসতেন, আর আম্মাও ছিলেন খুবই ছিপছিপে, পাতলা ও স্মার্ট। আম্মাকে লোকেরা সাধারণতঃ আমার বড় বোন ভাবতো। মনে হত যেন আল্লাহ তাআলা তাকে হাসির জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যত বড় সমস্যাই আসুক না কেন, কোন সময় তার মুখ থেকে হাসি গায়েব হতো না। সব জিনিসকেই তিনি সহজ ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের কাছে যারাই বেড়াতে আসতেন, তারা আব্বা আম্মাকে 'চন্দ্র ও সূর্যের বন্ধন' বলে আখ্যায়িত করতেন।

বাবা অধিকাংশ সময় বলতেন, আম্মার সাথে বিবাহের জন্য তার কতই না পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমার নানা–নানী কিতাবের অনুরাগী শিক্ষকের সাথে কন্যার বিবাহ দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল, বাবা যা কিছু উপার্জন করবেন, সেগুলো কিতাব ও ছাত্রের পিছনেই ব্যয় করে দিবেন, এতে তাদের একমাত্র কন্যা আনন্দে থাকতে পারবে না। কিন্তু অবশেষে আব্বা তাদেরকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হন। বাবার বক্তব্য অনুসারে, 'সত্যিকারের প্রেমিক' এমনই হয়ে থাকে ঃ বিয়ের প্রস্তাব ও কথাবার্তা স্থির হওয়ার পর থেকে শাদীর পূর্ব পর্যন্ত যদিও তারা মেলামেশা করেননি, তবুও বাবা প্রতিদিন ভোরে সাইকেল চালিয়ে ছয়মাইল অতিক্রম করে আম্মাদের বাড়ী চক্কর লাগাতেন এবং আম্মাও খিড়কী দিয়ে চুপে চুপে তাকে দেখতেন।

বাবা যখন এসব কথা বলতেন, তখন আম্মা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে নিতেন। এরপর বাবার কথাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু বাবা তার কথার সমর্থনে আরো তথ্য পেশ করতেন যেগুলোকে 'নতুন আবিস্কার' বলতেন, এ সবই আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো।

একটি সুখী পরিবার

মোটকথা, আমাদের জীবনটা হাসি–খুশী ও আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। আমি ছিলাম আমাদের ঘরের সকলের বড়, আর এজন্যই আমি ছিলাম সবার কাছে সবচেয়ে বেশী আদুরে। সবাই বলতেন, যেভাবে কিসসা কাহিনীতে যাদুকরের জান কোন চড়ুই পাখীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ঠিক

www.pathagar.com

তদ্রূপ বাবার প্রাণটা আমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রবল স্নেহ, অফুরন্ত মায়া-মমতায় পূর্ণ হৃদয়, হাস্যমুখ-বাবা বাল্যকাল থেকেই ছিলেন আমার আইডিয়াল বা আদর্শ। রায়হান ছিল আমার থেকে দু' বছরের ছোট। তারপর ছামারা এবং সর্বকনিষ্ঠ ছিল সফদর। এটুকুই ছিল আমাদের জগৎ। আমাদের সবার কাছে বাবার শুধু একটাই দাবী ছিল, মন লাগিয়ে, মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করা। ঘরের পরিবেশ সন্তানদের উপর প্রভাব ফেলবেই। আর আমাদের ঘরখানা তো ছিল একটা কিতাব ঘর। এজন্য বাল্যকাল থেকেই আমাদের খেলাধুলার চেয়ে বেশী মনোযোগ ছিল বইয়ের প্রতি। আমি একেবারে শৈশবকালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমিও বাবার ন্যায় শিক্ষকতা করবো।

ঈমানের দুর্বলতা

রায়হান এডভোকেট, আর ছামারা হতে চেয়েছিল ডাক্তার। সফদর আম্মার মত লেখার প্রতি ছিল বেশী আগ্রহী। আমার বয়স যখন চৌদ্দ, আলী আমাদের ঘরে থাকতে এলো। আলী আমার চাচার ছেলে। চাচাজান পরলোকগমন করলে চাচীর অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়। পরে চাচী ও বাবার খাহেশ মোতাবেক আলী আমাদের ঘরে চলে আসে। আলী আমার চেয়ে দু' বছরের বড় কিন্তু ও যখন কথা বলতো তখন মনে হত অনেক বড় দার্শনিক। মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, তার জন্য রক্ত দেয়া এবং এ ধরনের আরো অনেক কথা ওর মুখ থেকেই আমি সর্বপ্রথম শুনতে পাই। ব্যাপারটি এ রকমও নয় যে, আমি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই, কিন্তু আলী যেভাবে জিহাদ, সংগ্রামের কথা উপস্থাপন করতো, আলোচনা করতো, তা শুনে আমার অন্তরাত্মাটা কেঁপে উঠতো। "ক্ষান্ত করো, আলী! ক্ষান্ত করো, আমরা যেমন আছি, তেমনই ভাল" আমি ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলতাম।

"এটাই তো হল ঈমানের দুর্বলতা। আল্লাহর নামে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে, তাদেরকে মৃত বলে না, তারা হল জীবন্ত। আর এ জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলমানদের উজ্জীবিত রাখা সম্ভব, অন্যভাবে নয়, পাগলী! কিন্তু তোমাদের মেয়েদের মনটা একেবারেই চড়ুই পাখীর মত

www.pathagar.com

ছোট্ট।" ও সব সময় এ ধরনের কথা বলতো। আলী পড়ালেখায়ও ছিল খুবই অগ্রসর। তাছাড়া ও অনেক ভাল ভাল বিপ্লবী জিহাদী কবিতা আবৃত্তি করতে পারতো। বাবা তো ওর কয়েকটা কবিতা শুনেই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ওর বন্ধুরা আমাদের গৃহে আসলে তাদেরকেও এসব কবিতা শুনাতো, এতে করে কবিতার একটা আসরও জমে যেত। অনেক সময় এমনও হত যে, ওর বন্ধুরা কবিতার কোন একটি পংক্তি বলতো, আর অমনি ও ফর ফর করে পুরো কবিতাটাই শুনিয়ে সবাইকে মুগ্ধ ও হতবাক করে দিত।

পরিণত জীবনের প্রস্তুতি

আলী আমাদের ঘরে আসার কিছুকাল পরেই বাবা আমার এবং ওর কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে আমরা একজন অপরজনের জীবনসঙ্গী হবো। হয়তঃ এজন্য হলেও আমার কাছে ওর প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি অভিনয় ভাল লাগত। আমরা একজন আরেকজনকে বাল্যকাল থেকেই জানতাম। কিন্তু দিবা–রাতের সঙ্গী হওয়াতে সেই জানা, সেই পরিচিতি এখন ভালবাসায় রূপ নেয়। আমাদের দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর হাসি ও আনন্দের মধ্যে কেটে যাচ্ছিল। আমি আমার শিক্ষা পরিপূর্ণ করলাম। আলীও শিক্ষা সমাপন করে বাবার সাথে মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করে দিলো। রায়হান এল.এল.বি–র প্রথম বছরের পরীক্ষার্থী, আর আমাদের ছোট্ট মুন্নী পুতুল ছামারা ডাক্তারীতে ভর্তি হওয়ার অপেক্ষায়। আমাদের বাড়ীতে প্রতিদিনই একটা উৎসবের পরিবেশ লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু কয়েকদিন হতে বাবা মার মধ্যে কিছুটা উচ্চবাচ্য চলছিল। আম্মার বক্তব্য, এখন আমার ও আলীর বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। বাবার মতও আম্মার মতের অনুরূপই। তাই বিয়ের প্রস্তুতি চলল।

আমাদের বিশেষ খান্দানী রেওয়াজ অনুযায়ী, যে কন্যার বাগদান হবে, তাকে লবঙ্গ, এলাচী ও বিভিন্ন শুষ্ক ফলফলাদি দ্বারা হার বানিয়ে তা তার গলায় পরিয়ে দেয়া হত। এজন্যই আম্মাকে অবসর সময়ে শুষ্ক ফল ও সুই সুতা নিয়ে মশগুল থাকতে দেখা যেত।

www.pathagar.com

তুফানের পূর্বাভাষ

সে দিনগুলোতে সারায়েভো শহরে, বরং পুরো দেশটিতে একটা আজব ধরনের আবহাওয়া বইতে শুরু করেছিল। পরিস্থিতিতো কোন সময়ই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না। মারপিট, নির্যাতন, যুলুম সব সময়ই মুসলমানদের উপর চলতে থাকতো। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক শ্লোগান তো একটা জাতীয় শ্লোগানের রূপ নিয়েছিল। মুসলমানগণ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায়ও নিম্নশ্রেণীর নাগরিক বলে পরিগণিত হত। অধিকাংশ নাগরিক অধিকার থেকেও তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। এমনকি কোন মসজিদ নির্মাণ কিংবা নামায পড়ার জন্যেও সরকারের অনুমতি নেওয়া অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা বাহ্যিকভাবে শান্ত মনে হলেও এটা যেন প্রলংয়করী তুফানের পূর্বাভাষ। একটা থমথমে ভাব সব জায়গায় বিরাজ করছিল। বাল্যকাল থেকে যাদের সাথে খেলাধুলা করেছি, তাদেরকে কেমন কেমন অপরিচিত ও শত্রু মনে হচ্ছিল। মহব্বতভরা হাসি ও মানবতাবোধ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। মস্তিস্কে লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষ যেন প্রতিটি লোকের ব্যক্তিত্বকে চরম হিংস্র ও হায়েনায় পরিণত করেছিলো। একটা ভয়াবহ অবস্থার পরিপূর্ণ পূর্বাভাষ সবদিকেই ছেয়ে যাচ্ছিল। সব দিকেই শুনা যাচ্ছে, আমাদের বসনিয়া হার্জেগোভিনা একটা ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। এ সংবাদটি অবশ্যই আনন্দের এবং প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ের স্পন্দন। একদিকে যেমন আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, ঠিক অন্যদিকে ভয় ও আতংকের কালো মেঘ প্রতিটি বস্তুকে গ্রাস করে ফেলার জন্য অস্থির মনে হচ্ছিল। মুসলমান যুবকদেরকে বেশ তৎপর দেখা যাচ্ছিল, আর বয়স্কদেরকে মনে হচ্ছিল যেন সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত রয়েছে এবং বক্ষ পেতে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মনে হচ্ছে যেন বসনিয়ার তৌহিদী জনতা 'বাঁচার মত বাঁচতে চায়, সমস্ত অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়' তাঁরা এই ইস্যুটি অর্জন করেই তবে দম নেবে।

আজকাল আলী ও রায়হান অনেক দেরীতে ঘরে ফিরে।

www.pathagar.com

আব্বাজানকেও বেশ উৎসাহিত দেখা যাচ্ছে। দেশপ্রেম ও ইসলামপ্রেম কিভাবে অন্তর ও আত্মাকে পাগল করে দেয়, তার বাস্তব দৃশ্য এ সব দিনগুলোতেই দেখা যাচ্ছিল।

আমরা স্বাধীন

আমার বাগদান অনুষ্ঠানের দু'দিন পূর্বে বসনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। সে দিনটি ভয়, আতঙ্ক, সংশয় ও দ্বিধান্বিত অবস্থা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে ঈদের দিনের মত আনন্দ ও খুশির দিন মনে হচ্ছিলো। সবদিকই 'মোবারকবাদ, আশির্বাদ-এর আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছিলো। আমার বেশ মনে আছে, আমি ঘুম থেকে সবেমাত্র উঠেছি, আলী চিৎকার করতে করতে ঘরে প্রবেশ করল ঃ "আব্বু, আব্বু, আম্মী, আম্মী! মোবারকবাদ গ্রহণ করুন, আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। রেফারেণ্ডমে (গণভোটে) সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে ; বসনিয়া যুগোশ্লাভিয়া থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন আমরা স্বাধীন বসনিয়া হার্জেগোভিনার নাগরিক।"

উত্তেজনায় আলীর কণ্ঠটি কাঁপছিল। শুধু কণ্ঠ কেন, ও নিজেও কাঁপছিল। খানিকের মধ্যে বাড়ির সবাই ওকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। ও দ্রুত শ্বাস নিয়ে নিয়ে সবাইকে বিস্তারিত ঘটনা বলে যাচ্ছে। যদিও আমরা সবাই জানতাম যে, এটা হবেই। কিন্তু তবুও একটা আশংকা ছিলো তাই নিজের কানে এসব শুনতে খুবই ভাল লাগছিল।

"হে আল্লাহ! তোমার অনেক অনেক শোকরিয়া আদায় করছি, এখন ইনশাআল্লাহ, এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে" আম্মা বললেন। কিন্তু বাবার চেহারা যেন অন্য কোন চিন্তায় ডুবন্ত মনে হল।

"আপনি কি ভাবছেন আব্বু! আপনি কি এ সংবাদে সন্তুষ্ট নন?" রায়হান জিজ্ঞেস করল।

মুসলিম রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস

"বেটা! আমি তো এত আনন্দিত যে, ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কিন্তু, বেটা! এটা উৎসব করার সময় নয়, বরং মুসলিম বসনিয়ার

www.pathagar.com

নাগরিকদেরকে এ স্বাধীনতা রক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের সময়। ইতিহাস তার পাঠককে আগামীতে কি পরিস্থিতি ঘটতে যাচ্ছে তারও শিক্ষা প্রদান করে। আমি যা কিছু অনুভব করছি, আল্লাহ করুন আমার অনুমান যেন ভুল প্রমাণিত হয়, কিন্তু ইতিহাস তো কারোর তোয়াক্কা করে না, সে তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। আমাদের এ অঞ্চলের ইতিহাস মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত, জুলুম নির্যাতনে ভরা ইতিহাস। শতাব্দী পূর্বে এখানে প্রথমবার মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। এরপর কম্যুনিষ্টদের হাতে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে যায়। সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টান সম্প্রদায় শুধু এ আশংকায় যে, এখানে মুসলিম শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে! কতবার যে গণহত্যা চালিয়েছে, এগুলোতো তোমরা অনেকটা দেখছো বা জেনেছো। আর এখন তো মুসলমানরা একটি ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়েছে, এটা তো সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মুখে জোরদার চপেটাঘাত সমতুল্য, এটা তারা কিভাবে সহ্য করবে।"

"আমরাও তো চুড়ি পরে বসে রইনি। আমরাও তাদেরকে এমন মজা চাখাবো যে, অনেকদিন পর্যন্ত তারা তা অনুভব করবে।" সফদর চরম উত্তেজিত হয়ে বলল।

"বেটা! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। এ কারণেই আমরা সর্বস্থানে পেরেশান। যে জাতি পৃথিবীর সব জায়গায় এক দেহের ন্যায় হওয়া উচিত ছিল, তারা আজ বহুধা বিভক্ত। পক্ষান্তরে অমুসলিম কাফের সম্প্রদায় অন্য কোন ব্যাপারে একমত না হলেও মুসলিম বিদ্বেষ ও মুসলিম নিধনে সবাই ঐক্যমত।" বাবা অবসাদভরা কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন।

তিনি আরো বললেন ঃ "আল্লাহ করুন, এমন না হোক এবং আমার ধারণাটি যেন ভুল প্রমাণিত হয়। আচ্ছা, এখন আমি মাদরাসায় রওয়ানা হচ্ছি। কিছু জানাতো দরকার যে, কি হচ্ছে, খবর কি?"

"কিন্তু ... আজ যদি আপনি না যান.... তাহলে ভাল হয় না.....?" আম্মা বলে উঠলেন।

"কেন জান.....। এখনই তো আমাদেরকে আরো বেশী উদ্যমী হয়ে সচেতনভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিত, যেন আমরা

www.pathagar.com

আমাদের এ দেশটিকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী ও অন্যদের জন্য আদর্শ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হই। বিবি! সাহস ও হিম্মতকে জোয়ান রেখো, নইলে বার্ধক্যের অপবাদ লেগে যাবে। তুমি কি শুনোনি, মন জোয়ান থাকলে সবসময় জোয়ান থাকা যায়।" বাবা নিজের বিশেষ ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন।

নতুন কিয়ামত

কিছুক্ষণ পরই বাবা আলীকে সাথে নিয়ে মাদরাসায় চলে গেলেন। আমরা সবাই ঘরে ছিলাম। রায়হান টিভিতে খবর শুনছিল। আম্মা অভ্যাস অনুযায়ী নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু তার ঠোঁট দুটো যেভাবে অবিরাম গতিতে নড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার পুরো অস্তিত্বটা যিকিরে মগ্ন হয়ে আছে। হয়ত তার হৃদয়ের কোণে কোন অশনিসংকেত বেজে উঠেছে। এজন্যই তিনি রায়হান ও সফদরকে বাইরে বেরুতে কড়া নিষেধ করলেন।

সেদিন আমাদের বাড়ী, মহল্লা ও শহরের উপর দিয়ে একটা নতুন কিয়ামতের তাণ্ডবলীলা বয়ে গেল। কয়েক যুগ ধরেই তো এমন হচ্ছে যে, কোন মুসলমান যদি কোন মহল্লা কিংবা সড়ক দিয়ে হয়তো একাকী যাচ্ছে, তাকে সুযোগ পেয়ে সে অবস্থাতেই জবাই করে ফেলে রাখা হয়েছে। সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টানদের কাছে এ ছিল সাধারণ খেলা। তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের প্রতিবাদ করার, না অধিকার আছে, না কণ্ঠ। আর যেখানের মৌলিক নীতিই হচ্ছে ঃ 'জোর যার, মুল্লুক তার' সেখানে অধিকারের ব্যাপারে কিছু বলা বেকুবি বৈ কিছুই নয়। পুরো যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলমানদের পক্ষে শুধু বেঁচে থাকাটাই কম বড় কথা ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে একটা শক্তিরূপে, স্বাধীন মানুষ হিসেবে দণ্ডায়মান হওয়াটা দুঃস্বপ্নই মনে হচ্ছিল। তথাপি অত্র অঞ্চলের মুসলমানদের সৎসাহস ও জযবার কারণে আল্লাহর মেহেরবানীতে সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল। তারা একটা শক্তি ও স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু তারপর.... তারপরই শুরু হয়ে গেল সত্য মিথ্যার লড়াই। কম্যুনিষ্ট ও আর্থোডক্স খৃষ্টান

www.pathagar.com

মৌলবাদী সার্বরা সারায়েভো সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে দিল। গোলাগুলির শব্দে ও বিভিন্ন খবরাখবর শুনে আমাদের সকলের মনটা আশংকায় কেঁপে উঠল। ভয় ও আতঙ্কে সবাই চরম উৎকণ্ঠিত।

মৃত্যু শীতল ভয়

বাবা ও আলী এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসেনি। তারা না জানি কোথায়, কী অবস্থায় আছেন? তাদের কথা চিন্তা করে মৃত্যু শীতল ভয় আমার হৃদয়ে চেপে বসছিলো। প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল। এমন কি আমাদের গৃহটিও নিরাপদ ছিল না। তবুও কিছুলোক এক সাথে থাকার কারণে হৃদয়ে অনেকটা দৃঢ়তা অনুভব করছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আব্বা ও আলীকে নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তিত ছিলাম।

আম্মা দুপুর থেকেই জানালার কাছে বসে আছেন। মাঝে মধ্যে আব্বার পথের পানে উঁকি মেরে দেখছেন, তিনি আসছেন কিনা। দূর দিগন্ত পর্যন্ত আগুন ও ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পুরো শহরটাতেই আগুন লেগে গেছে, আর আগুনের লেলিহান শিখা আসমান ছুঁই ছুঁই করছে।

বিকাল চারটায় হঠাৎ আমাদের মহল্লায় গুলির প্রচণ্ড শব্দে, মযলুম মুসলমানদের আর্তচিৎকার ও আহাজারিতে এবং মানব নামের কলংক সার্ব হায়েনাদের বেপরোয়া আক্রমণের শব্দে আমাদের মনটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হতেই রায়হান আমাদের দু'বোনকে ঘরের সাথে বানানো একটি ষ্টোররুমে লুকিয়ে রাখল, যা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিগোচর হতো না। রায়হান কড়াভাবে আমাদেরকে সতর্ক করে দিল, যদি সার্বরা ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ে তবুও তোমরা কোনক্রমেই এখান থেকে বের হবে না। রায়হান আম্মাকেও সেখানে লুকিয়ে থাকতে বলল। কিন্তু আম্মা ওর কথা মানতে প্রস্তুত হল না। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও আম্মার দৃঢ়তার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা প্রকাশ পেলো না। তার পবিত্র চেহারা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা ঈমান ও ইয়াকীনের আলোতে উদ্ভাসিত ছিলো।

www.pathagar.com

আমার কিছুই বুঝে আসছিল না। হঠাৎ করে এসব কি হয়ে গেল। ধর্মের নামে এসব বর্বরতা বোধগম্য নয়। কত আশ্চর্য কথা, বিশ্বের প্রতিটি ধর্মই তার অনুসারীদেরকে ভালবাসা ও মানবপ্রেমের শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের নামেই বেশী রক্ত প্রবাহিত করা হয়।

হায় স্বার্থান্ধ মানুষ

কত আশ্চর্য, যমিন ও দুনিয়ার বিভিন্ন নিয়ামতরাজী সৃষ্টিকারী আল্লাহ, যিনি তার সব মাখলুক সকল মানুষের জন্য সৃজন করেছেন, সেই মানুষ পার্থিব জগতের মোহে পড়ে নিজেরই মত আরেকজন জীবন্ত জাগ্রত মানুষের জীবিত থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিনিয়ে নিতে চায়। 'গ্রেটার সার্ব রাজ্যের' স্বপ্নে মাতাল হয়ে সার্ব খৃষ্টানরা মনুষ্যত্বের সব গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে আজ হিংস্র দানবের আকৃতি ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে যেন কোন যাদুকর যাদুর ছড়ি ঘুরিয়ে তাদের অন্তর থেকে মানবপ্রেম বস্তুটিকে বের করে দূরে কোথাও নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এখন হিংসা ও বিদ্বেষ সংক্রামক ব্যাধির মত এরূপভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যেন একটা মহাশক্তিধর হিংস্র দানব পুরো সমাজটাকে কেবলমাত্র নিজের বংশের আবাসস্থলে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে।

অন্যান্য জায়গার ন্যায় আমাদের আশেপাশেও বর্বরতার আঁধার ছেয়ে গিয়েছে। আর এ অন্ধকারে রক্তপিপাসু সার্ব হায়েনারা রক্তের হোলী খেলার হিংস্রতায় মেতে উঠছে। তাদের কাছে ছিল সবধরনের আধুনিক মারণাস্ত্র। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ মুসলমানের কাছে আত্মরক্ষার জন্য একটি পিস্তল পর্যন্ত ছিল না।

জানের শত্রু

আমি এবং ছামারা দরজার ফাঁক দিয়ে পাশের কামরাগুলোর দৃশ্য দেখার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলাম। আতংক আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে নির্গত হচ্ছিল। আমি বড় বিধায় চেষ্টা করছিলাম, ছামারা যেন আমার চোখের অশ্রু না দেখে। শব্দের ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ডতা ও গুঞ্জন শুনে বুঝতে পারছিলাম যে, হিংস্র দানবরা আমাদের ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে।

www.pathagar.com

ওদের প্রথম টার্গেট ছিল 'জ্বলন্ত প্রদীপ' অর্থাৎ বাবার কিতাবে ভরপুর লাইব্রেরীটি। ওরা পেট্রোল মেরে লাইব্রেরীর কিতাবগুলো জ্বালিয়ে দিল। আম্মা লাইব্রেরীটি এভাবে জ্বলতে দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন।

আম্মার এতটুকু শক্তি ছিল না যে, তিনি কোন প্রকারে এত বছরের সাথী কিতাবগুলোকে নিজের কোলে লুকিয়ে হেফাযত করবেন। বাবা বিন্দু বিন্দু করে গ্রন্থের যে সমুদ্র ভাণ্ডার গড়েছিলেন, ক্ষণিকের মধ্যেই লেলিহান অগ্নিশিখায় তা ভস্মীভূত হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের হলরুমটি সশস্ত্র লোকে ভরে গেল। তাদের হাতে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। সবাই মুখোশ পরা। সেই মুখোশ থেকে চেহারার যতটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে, তাতে হিংস্রতা ও পাশবিকতা ফুটে উঠছে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকে তারা ধ্বংসের তাণ্ডবলিলা শুরু করে দিল।

"থামো... আমার কথা শুনো.... তোমরা কি চাচ্ছো?" আম্মা রায়হান ও সফদরের হাত শক্তভাবে ধারণ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল।

"আমরা আর কি চাচ্ছি, চাচ্ছো তো তোমরা। আলাদা দেশ, নিজেদের পৃথক মর্যাদা, স্বাধীন মর্যাদা, ঠিক তাই না!" ওদের মধ্য হতে একজন বিষাক্ত কণ্ঠে বলল।

"আমরা বেচারারা মাত্র তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়ার চেষ্টা করছি, আর সে স্বাধীনতা হচ্ছে তোমাদের জীবন থেকে স্বাধীনতা, বুঝলে বুড়ী!"

"আরে হাঁ ভাই, তোমাদের তো এখনো খবরই হয়নি। তোমরা কি তোমাদের বুড়োর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, সে কোথায়?" অন্য একজন আম্মার একেবারে সামনে এসে দাঁতগুলো বের করে নির্লজ্জভাবে খিলখিল করে হেসে বলল।

"কি.... কি হয়েছে?" আম্মা আঁতকে উঠে বললেন।

"সুসংবাদ আছে... সুসংবাদ.....।"

"কি হয়েছে, বেটা! খুলে বলো.... !"

"বকবক করো না বুড়ী, আমি তোমার বেটা নই। যদি খবর শুনতেই চাও তাহলে দৌড়ে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে এসো!" সে খুবই গোস্তাখী কণ্ঠে বলল।

"তুমি কথা বলার আদব কায়দা শিখো নাই নাকি! তুমি নিজেকে কি

www.pathagar.com

ভাবছো.... বদতমীজ কোথাকার।" রায়হান গোস্বায় নিজেকে সংযত করতে না পেরে বলল।

"মুখ চালাস, মুসলমান হয়ে আমাদের উপর দিয়ে কথা বলা, এত বড় স্পর্ধা, এখখুনি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" অন্য একজন চিৎকার দিয়ে বলল।

কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য

তারপরেই সে দু'জন রায়হানকে নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করল। কিয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য। আম্মা মার দেখে চিৎকার মেরে কাঁদছিলেন। রায়হানের শরীরকে ওরা ওদের ফৌজী বুট ও বন্দুকের বাট দিয়ে থেতলে দিচ্ছে। রায়হানের শরীর ও মাথা ফেটে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। ওর হৃদয় বিদারক চিৎকার ধ্বনিতে মনে হচ্ছে, আকাশ বাতাস ফেটে পড়বে। কিন্তু এখানে ওর চিৎকার কে শুনবে। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি গলি থেকেই এমন হৃদয়বিদারক চিৎকার ভেসে আসছে। আম্মা রায়হানকে বাঁচানোর জন্য আড়াল করে ধরে ওর রক্তাক্ত দেহটা কোলে তুলে নিলেন। ফলে বন্দুকের একটি বাটের আঘাত আম্মার মাথার উপর গিয়ে পড়ল। তার মাথা হতে ফিনকি দিয়ে রক্তের একটা চিকন স্রোতধারা বেয়ে চললো। সফদরকে দু'জন শয়তান প্রথমেই টেনে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল।

"তোমাদেরকে খোদার দোহাই দিয়ে বলছি, ওকে ছেড়ে দাও, আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করেছি? কি শত্রুতা করেছি? আমার ছোট্ট ছেলেটিকে ফেরত এনে দাও, আল্লাহর ওয়াস্তে।" আম্মা কেঁদে কেঁদে বলছিলেন।

"এখন তো তোমাকেও আমাদের শাস্তিভোগ করতে হবে, হে বুড়িয়া! এখন এ এলাকায় একটি মুসলমানও বাঁচতে পারবে না। তোমাদেরকে পবিত্র যিশুর নামে কুরবানী করা হবে। এসব এলাকাই 'গ্রেটার সার্বিয়ায়' রূপান্তরিত হবে। সাফাই হবে, সাফাই, বড় ধরনের নিধন হবে, তোমাদের সবাইকে কীট-পতঙ্গের মত মরতে হবে বুঝলে।" তাদের মধ্য হতে একজন মাতালের মত বলল।

"তোমাদের মধ্য হতে একজনও এখানে থাকবে না। তোমরা তো পৃথক রাষ্ট্র কামনা করছো, তাই না, আমরা তোমাদেরকে অন্যজগতে

www.pathagar.com

পাঠিয়েই তবে দম নেব।"

"কিন্তু.... কিন্তু.... তার পর কি হবে?" তোমরা যা কিছু বলছো, এসব যদি হয়েও যায়, তবে কি তোমাদেরকে কখনো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সামনে হাযির হতে হবে না? সেখানও কি তোমরা চেহারার উপর মুখোশ পরে যাবে? রক্তের এই দাগ কিভাবে লুকাবে তোমরা, বলো, জবাব দাও!" আম্মা তাদের চোখে চোখ রেখে বললেন।

"অনেক ঘেউ ঘেউ করছে এই বুড়ীটি, এখনই এর দফা ঠাণ্ডা করে দিতে হবে.....।"

কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে তারা তাদের যুলুমের হাত প্রসারিত করল। আমরা দু'বোন দরজার সাথে চুপ মেরে বসে কাঁপছিলাম। তাদের মধ্য হতে একজন আম্মার লম্বা খুবসুরত চুলগুলো মুষ্টিতে ধরে জোরে টান মারল, ব্যথায় আম্মার মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল।

"আর হাঁ, এখন তোমাকে একটি সুসংবাদও শুনাতে চাই, তাহল, তোমাদের জ্ঞানের মিনারটিকে আমরা লম্বা করে চিরদিনের মত শুইয়ে দিয়েছি। তাকে যিশুখৃষ্টের নামে বলি দিয়েছি, তুমি শুনছো নাকি বুড়িয়া, সে এখন পরজগতে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতে চলে গেছে।"

তাদের মধ্য হতে একজন জোরে অট্টহাসি হেসে বলল—

"বাহ্, কত সুন্দর ভাষায় বুঝিয়ে দিলে।"

আরেক হায়েনা তাকে সাবাস দিয়ে বলল—

"জ্ঞানপিপাসু পরিবারের সাথে এমনভাবেই কথা বলা উচিত।"

আম্মা নির্বাক দণ্ডায়মান ছিলেন। রায়হান তো পূর্বেই অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল। আমরা দু'বোন প্রথমে তার কথা বুঝতে সক্ষম হলাম না। কিন্তু যখন তার বক্তব্য নিজের পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ আমাদের মানসপটে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তখন বাবার মস্তক ছিন্ন টুকরো টুকরো দেহ রক্তের বন্যাসহ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমাদের দু'বোনের মুখ থেকেই চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে পড়ল। ছামারা তো চিৎকার মেরে কাঁদতে কাঁদতে ষ্টোর রুম থেকে বেরিয়ে আসল এবং আম্মাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই রইলাম। আমার মনে

www.pathagar.com

হচ্ছে, যেন দূর দূর পর্যন্ত বাবার রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পুরো জগৎটাই যেন তার রক্তে ডুবে গেছে। বাবার হাস্যমুখ চেহারাখানা আর মিষ্টি মিষ্টি কথা আমার কল্পনা জগতে ভেসে উঠলো। তাঁর কথা, তাঁর হাসি এবং হাত প্রসারিত করে বুকের সাথ টেনে নেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুই একের পর এক দৃশ্য আমার সামনে ভেসে উঠলো। ফলে ক্ষণিকের জন্য হলেও বর্তমান পরিস্থিতির উপর থেকে মনের দৃষ্টিটা সরে গেল। তিনি যে আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবেন, তা কখনো কল্পনাও করিনি। আমি যেন একটা অনুভূতিহীন ভূমিতে অবতরণ করছি। কিছুক্ষণ পূর্বের দর দর করে বেয়ে পড়া চোখ দু'টো এখন শুল্ক কূপে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। আমি যেন একটা হৃদয়হীন রুক্ষ মরুপ্রান্তরে পরিণত হয়ে গেছি। হলরুমে একটা বিকট চিৎকার ধ্বনি আবার আমাকে বাস্তব জগতে নিয়ে এলো।

"ও হো, এ সুন্দরীকে তাহলে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল.... ভালই হল, তুমি একা একাই চলে এলে।" একজন সার্বসেনা আম্মার শরীর জড়িয়ে রাখা ছামারার কোমল বাহুকে জোরে টানতে টানতে বলল।

"হাঁ, তোমার চেহারাখানা একটু দেখাও। ছি ছি, একি, এত সুন্দর সুশ্রী চোখ দিয়ে এভাবে পানি ঝরানো শোভা পায় কি! প্রিয়া, মানুষদের তো কোন না কোনদিন মরতে হবেই, সেজন্য কি কাঁদতে হবে?" অন্য একজন ফৌজী বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলল।

ছামারা আম্মাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। ওর বড় বড় চোখগুলো ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিল।

"তোমরা ... ইতরপ্রাণী.... শয়তান লম্পট.....। আমার মেয়ের দিকে যদি নজর উঠিয়েও দেখো, তাহলে আমি তোমাদের চোখগুলো উপড়ে ফেলবো।" আম্মার যেন হুঁশ ফিরে এলো। একের পর এক মুসীবত তাকে শক্ত ও সাহসী বানিয়ে দিচ্ছে। উপরন্তু, সন্তানকে রক্ষা করার ব্যাপারে মার তুলনায় সাহসী আর কেউ হতে পারে না।

"হো, হো, এখনো প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে এ বুড়ীর।"

"তোমরা কেমন মানুষ? কেউ কি এমন দুর্ব্যবহার করতে পারে?

www.pathagar.com

তোমাদের কি মা, বোন নেই?" আম্মা অসহায় হয়ে বললেন।

"চলো ভাই, আমাদের হাতে এত সময় নেই। উঠাও মা-বেটী দু'জনকেই এবং গাড়ীতে ছুঁড়ে মারো। পরে এদের সাথে বুঝাপড়া করে নেবো।" একজন সার্ব বর্বর সেনা আম্মাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল।

"না, না, আমরা কোথাও যাবো না।" আম্মা ভারী সোফাটি শক্তভাবে ধরে বললেন।

কয়েকজন সার্ব সেনা তাকে জোরপূর্বক টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ছামারাও আম্মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এই টানা হেঁচড়ার কারণে আম্মার কাপড়গুলো ফেটে গেল। তিনি কয়েক জায়গায় চোটও পেলেন, সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। আমি সবকিছুই দেখছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন এসব নজরে আসা দৃশ্য মস্তিষ্কের স্ক্রীন পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছে না। একটা আবছা আবছা ভাব আমার মানসপটে ছেয়ে গিয়েছিল।

"এ বুড়ী এভাবে মানবে না।" একটা শয়তান নিজের ফৌজী বুটের মাথা দিয়ে পুরো শক্তি ব্যয় করে আম্মার তলপেটে লাথি মারল। আমি এ দৃশ্যটি জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না, আম্মা তীরের ন্যায় তিন ফুট দূরে গিয়ে পড়লেন এবং এরপর চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

"আম্মা, আম্মা! উঠুন, আম্মা! আমাকে এসব হায়েনাদের থেকে উদ্ধার করুন।" ছামারা ক্রন্দন করছে, আর আম্মার শরীরকে নাড়া দিচ্ছে।

দু'তিন জন সার্ব শয়তান চিলের মত এসে ওর উপর ছোবল মারল। ও আম্মাকে ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু এতগুলো হিংস্র দানবের সামনে ও কিইবা করতে পারে। চিৎকার করে করে ক্রন্দন করছে, বাবাকে ডাকছে, রায়হানকে আওয়াজ দিচ্ছে।

www.pathagar.com

শোক থেকে শক্তি

হঠাৎ আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। আমি কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই স্টোর রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার মাথায় শুধু একটি কথাই ছিল, একটা অদম্য স্পৃহাই আমাকে কর্মে আহ্বান করছে, তা হল, আমি এসব নরপাষণ্ড হন্তাদেরকে জগত থেকে বিনাশ করে দিতে চাই, মিটিয়ে দিতে চাই।

এসব সার্ব পিশাচরা ছামারার অসহায়ত্বকে নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করছে। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এখানে তাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত কেউ নেই। আমি বাইরে বেরিয়েই অতি সন্তর্পণে একদিকে দাঁড়ানো একটি সার্বসেনার মাথার উপর পিতলের ফুলদানী দিয়ে জোরে আঘাত করলাম। এই আচানক হামলার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল এবং সেও ঢলে ধরাশায়ী হল। আমি তড়িৎগতিতে তার রাইফেলটি উঠিয়ে নিলাম। কলেজে একাধারে তিন বছরের নেয়া সামরিক ট্রেনিং আজ কাজে আসছে। আমি এসব নরাধমদের উপর বিরামহীনভাবে গুলি বর্ষণ করলাম গুরুম... গুরুম..... গুরুম.... শব্দে। স্বয়ংক্রিয় রাইফেলটি ধ্বংসের তাণ্ডব চালাচ্ছে। প্রথম আক্রমণেই চারজন পাষণ্ডকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে দিতে সক্ষম হলাম। কিন্তু এরপর তারাও যেন জ্ঞান ফিরে পেল। আমাদের ঘরখানা ফায়ারিংয়ের প্রচণ্ড শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। হঠাৎ আমার মনে হল যেন আমার শরীরের ভিতর কয়েকটা আগুন ঢুকে পড়েছে যেগুলো আমার ভিতরটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমার অস্তিত্বটাকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। জানি না কখন আমার হাত থেকে রাইফেলটি ছিটকে পড়ল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। কি যে ঘটে গেল আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। বিস্মৃত হয়ে গেল সব ঘটনাবলী। তবে শেষ যে দৃশ্যটি আমার স্মৃতির পাতায় সংরক্ষিত হয়েছিল, তা আশেপাশে ছড়ানো ছিটানো রক্ত ও ছামারার অশ্রুভরা নিষ্পাপ চেহারা।

আমার পুনর্বার হুঁশ এলো একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে। সেখানে তাহের চাচা তার দু'জন সঙ্গী সহ উপস্থিত। তাহের চাচা বাবার পুরাতন বন্ধু ও আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। তাঁকে দেখে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে

www.pathagar.com

উঠলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নড়াচড়া করতে, এমনকি কথা বলতে পর্যন্ত নিষেধ করলেন। এমনিতেও কষ্ট এত প্রচণ্ড ছিল যে, আমার পক্ষে নড়াচড়া করা সম্ভবও ছিল না। এরপর অনেকক্ষণ এমন চলতে থাকে যে, একবার জ্ঞান ফিরে আসে,আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ইতোমধ্যে তাহের চাচা ও তার সঙ্গীরা আমার শরীরে বিদ্ধ গুলিগুলো বের করে ফেলেছেন। আমাকে ঔষধ ইত্যাদি দেয়া হলো। তাদের কাছে অজ্ঞান করার কোন ঔষধ ছিল না, এ কারণে অস্ত্রোপাচারের অস্ত্রটি আগুনে গরম করে গুলি বের করা হয়। সেদিন আমার প্রথম বার অভিজ্ঞতা হয় যে, ব্যথার প্রচণ্ডতা কখনো কখনো সমগ্র জগৎকে গ্রাস করে ফেলে এবং কষ্টটা জীবনের চেয়ে বড় ও দীর্ঘ অনুভূত হয়। পরে আমি জানতে পেলাম যে, আমার কাঁধে,বাহু ও পায়ে চারটি গুলি বিদ্ধ হয়েছিল। তবে এছাড়াও অনেক জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। শরীরের যখমগুলো তো সেরে গিয়েছিলো কিংবা সেরে ওঠার কাছাকাছি, কিন্তু আত্মার উপর যে ঘা লেগেছে তা কখনো সারার মত নয়।

তাহের চাচাই আমাকে বলেছিলেন, আমার বাবাকে মাদরাসার ভিতরেই নির্দয়ভাবে জবাই করা হয়। তার হন্তারা মাদরাসার বৃহৎ লাইব্রেরীটিতেও আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই লাইব্রেরীটিতে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল। আলী সে সময় সেখানে ছিল না। তাহের চাচা যিনি স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের একটি বড় রেজিমেন্টের সিপাহসালার,তাকে কমাণ্ডার তাহেরও বলা হয়। তিনি সেখানে পৌঁছে সার্ব হামলাকারীদের মেরে তাড়িয়ে দেন। অবস্থা শোচনীয় দেখে, সেখান থেকে দ্রুত আমাদের গৃহের অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। বাড়ীতে একমাত্র আমাকেই পেলেন, তাও অজ্ঞান অবস্থায়।

জীবনটা বড় বিস্ময়কর

আম্মার সে সময় কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল না। তিনি আব্বার সাথে ওয়াদা পালন করার জন্য এ জগত থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আম্মা সবসময় বলতেন, "আমার ভূগোল অত্যন্ত দুর্বল।" তিনি এলাকা, বাড়ী স্মরণ রাখতে পারতেন না। কখনো একা কোথাও

www.pathagar.com

যেতেন না। হয়তঃ এ কারণেই এ লম্বা সফরের জন্য রায়হানকেও সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিলেন। জীবনটা কত বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য। আমরা যাদেরকে প্রাণের চেয়েও বেশী চাই, যাদের ছাড়া জীবনটা অর্থহীন তারাই থাকেন না। অনেক অনেক দূরে অন্য জগতে চলে যান। বাবা রইলেন না, আম্মাও চলে গেলেন। রায়হান, যার শাদী দেখার জন্যে আমরা কত উদগ্রীব ছিলাম, সেও চিরদিনের তরে হারিয়ে গেল। সফদর, আলী ও ছামারা কোথায় রয়েছে? কি অবস্থায় রয়েছে? কিছুই জানা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জীবিত। আপনজনের স্মৃতি মনে পড়লে আত্মসংবরণ করা খুবই মুশকিল হয়। আমি বুঝতাম, আমার এ অবস্থার কারণে তাহের চাচার স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমি কি করবো? আমার ভিতরে তো আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর আগুন যাই হোক না কেন, তার কাজ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া।

সমগ্র দেশটাই জ্বলছে

"তুমি কি কিছু খেয়েছো, নাকি চিন্তায় বিভোর হয়ে বসে রয়েছো?" তাহের চাচার কণ্ঠ শুনে আমি ভাবনা জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। কিন্তু পুনরায় সেসব ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, যা আমি দেখতে চাচ্ছি না।

"আমার ক্ষুধা নেই, চাচা!"

"ঠিক আছে, খেয়ো না, এভাবেই বসে থাকো..... আর একদিন নিরবে তুমিও খতম হয়ে যেও। আমি মুফতী ফারাসাত বেগোভিচের রক্ত হতে এতটা আত্মাভিমান কোন সময় আশা করছিলাম না।" তাহের চাচা অনেকটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন।

"আত্মাভিমান....? আপনি একি বলছেন চাচা! আমি অভিমানের কি করলাম....?" আমি তার কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লাম।

"এটা আত্মাভিমান নয় তো আর কি খাওলা! আমাদের দেশ জ্বলছে। হাজার হাজার যুবককে প্রতিদিন নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। সুসংহত ও সংঘবদ্ধ শত্রু সব ধরনের মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। আমাদের শিশু, আমাদের নারী, এমনকি আমাদের

www.pathagar.com

জানাযা পর্যন্ত নিরাপদ নয়। মাতৃভূমি শোকে মুহ্যমান, আর তুমি.... তুমি এসব বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ব্যথার আগুনে জ্বলছো.... !"

"চাচা ! আপনি কি আমার সাথে ঘটা এসব ব্যাপাগুলোকে তুচ্ছ মনে করছেন.... ?"

"আমি স্বীকার করছি, তোমার ব্যথা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু এখানে কোন্ মুসলমান দুঃখী নয়, কার বক্ষ ফেটে চুরমার হচ্ছে না, কার কলিজা রক্তাক্ত হয়নি ! ফারুককে তো তুমি দেখেছো, তার একবছরের একমাত্র সন্তানটিকে সার্ব হায়েনারা তারই সামনে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছে। তার চোখের সামনে তার স্ত্রী ও বোনদেরকে ধর্ষণ করে নির্দয়ভাবে জবাই করেছে। কিন্তু সেই ফারুক কি শোকে ও দুঃখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে? না, সে দ্বীন ও ঈমানের, ইসলাম ও মানবতার এসব শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নাম নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খাওলা বেটী ! মনে রেখো, আল্লাহর নামকে সমুন্নত রাখার জন্য যারা যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করে, তারা কিন্তু মুর্দা নয়, তারা শহীদ। তাদের নিয়ে গৌরববোধ করা উচিত। তাদের শোক পালন করা উচিত নয়। আমাকে দেখো, আমার তিনটি কন্যা ছিল, তাদেরকে সার্বরা ধরে নিয়ে গেছে। আমি জানি না, আমার বেটীরা কোথায়? কিন্তু আমি জেনেই বা কি করতে পারতাম। আল্লাহ আছেন এবং তিনিই সবার মালিক। তিনি সবকিছুই দেখছেন। তার চেয়ে উত্তম ইনসাফকারী আর কে হতে পারে? আমি ষাট বছরের বৃদ্ধ কিন্তু খাওলা ! আমি তোমার সামনে কসম খেয়ে বলতে পারি, যদি আমার আরো দু'টি ছেলে থাকতো, তাহলে আমি তাদেরকেও নিজের মাতৃভূমি ও মুসলমানদের রক্ষার খাতিরে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতাম।"

হৃদয় মাঝে জেহাদী আগুন

তিনি উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন। তার চেহারা জযবায় লালবর্ণ ধারণ করছে। তার বৃদ্ধ চোখ দু'টো ঈমানের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। তার এক একটি শব্দ আমার অস্তিত্বের মাঝে একটা নতুন আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিল। আমাকে একটা নতুন পথের সন্ধান দিল। বাবার সেই কণ্ঠটা যেন আমার ভাবনার কানে বেজে উঠল ঃ "কিছু পেতে চাইলে, কিছু

www.pathagar.com

বিসর্জনও দিতে হয়। আর স্বাধীন দেশের নেয়ামত তো কোরবানী ছাড়া হাসিল হওয়া সম্ভবই নয়।"

আলীর জেহাদী কবিতাগুলো, ওর ঈমান জাগানো কথাগুলো যেন আমার ব্যক্তিত্বের মাঝে বিকশিত হচ্ছে। আমি এখন নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হচ্ছি। সত্যিই তো! আমি এ যাবত নিজের বা দেশের জন্য কিইবা করতে পেরেছি? কিছুই তো নয়, এ পর্যন্ত তো আমি নিজের ব্যক্তিস্বার্থ নিয়েই বিভোর ছিলাম।

এটা তো সত্য যে, আমার হৃদয়টা তাদের জন্য স্পন্দিত হত যারা আমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। কিন্তু, আমার অস্তিত্বের উপর আমার দেশ ও জাতির ঋণও তো আছে। বাবা নিজের রক্ত দিয়ে যে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন, তার দীপ্তিকে আরো সমুন্নত রাখা এখন আমার মৌলিক দায়িত্বে পরিণত হয়েছে, নতুবা শহীদী রক্তের সাথে হবে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আমি বিছানা হতে উঠে দাঁড়ালাম। আমার ডান হাঁটুতে এখনো সামান্য ব্যথা আছে। পেটের নিচের অংশে বুলেটে ঘেঁষা যখমটা এখনো অনেকটা তাজা। কিন্তু প্রত্যয়ই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। যদি প্রত্যয়ের মাঝে দৃঢ়তা থাকে তাহলে পাথরের পাহাড় থেকেও দুধের নহর প্রবাহিত করা অসম্ভব ব্যাপার থাকে না। আর এখন তো আমার ভিতর আমার মাতৃভূমির ও আমার দ্বীনের মহব্বত টগবগ করছে। আমার যখমের জন্য যেন মহৌষধ পেয়ে গেলাম। তাহের চাচা নিজের কথা সমাপ্ত করে বের হয়ে গেলেন। আমিও কম্বলখানা ভালমত জড়িয়ে তার পিছনে পিছনে চললাম। আমার পদধ্বনি শুনে তাহের চাচা থমকে দাঁড়ালেন।

"ওখান থেকে কেন বের হয়ে এলে,এখনো তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে খাওলা বেটী!.... আমাকে কেন পেরেশান করছো?"

"আমি আপনাকে পেরেশান করতে চাচ্ছি না কমাণ্ডার সাহেব!"

"কমাণ্ডার সাহেব.....? খাওলা! তুমি তো আজ আমাকে হতবাক করে দিলে। তুমি আমাকে চাচা না বলে কমাণ্ডার বলে কেন সম্বোধন করলে বেটী?" কমাণ্ডার তাহের চাচা বিস্ময়ভরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

"জ্বি .... এজন্য যে, এখন আমার ও আপনার প্রথম সম্পর্ক হচ্ছে কমাণ্ডার ও মুজাহিদের সম্পর্ক.....। আপনি ঠিকই বলেছেন, দুঃখ, বেদনা আমার চতুর্পাশকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারছিলাম না। শোক আমাকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল। এজন্য আমি আপনার কাছে খুবই লজ্জিত। বাবা, মা, আলী, রায়হান, সফদর ও ছামারা সবার কাছেই লজ্জিত। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন? আমি আপনার মিশনে শরীক হতে চাই, আপনার জিহাদী তৎপরতায় সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মানসে অংশ গ্রহণ করতে চাই। এসব জালেম, নরাধম, অসভ্য খৃষ্টান জবরদখলকারীদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, এ যুদ্ধ যতই দীর্ঘ হোক না কেন, আমরা ক্লান্ত হবো না ইনশাআল্লাহ, বিজয়ী হয়েই তবে দম নেব।"

"খাওলা.... আমার বেটী!" কমাণ্ডার তাহের বেগোভিচ্ আমার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে বললেন ঃ "যে জাতির মাঝে তোমার মত মেয়েরা থাকবে, তারা কখনো পরাস্ত হতে পারে না। ইনশাআল্লাহ,বিজয় আমাদের হবেই।"

নতুন জীবনের সূচনা

সেদিন থেকেই আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। তাহের চাচা আমাকে রীতিমত তার মুজাহিদ রেজিমেন্টে ভর্তি করে নিলেন। আমাদের কয়েকজন দিয়ে একটা ক্ষুদ্র বাহিনী গঠন করলেন। আমাদের মৌলিক কাজ শত্রুদের সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। তবে প্রয়োজন হলে আমাদেরকে সবধরনের কাজ করতে হতো। যুদ্ধও করতে হতো। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতা। আমাদের অস্ত্র ভাণ্ডারের একটা বড় অংশ হচ্ছে সার্বফৌজদের থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্র।

বিস্ময়কর ব্যাপার, সার্বরা কম্যুনিষ্ট হওয়ার কারণে রাশিয়ার পুরোপুরি মদদ পাচ্ছে। পক্ষান্তরে আমাদের হিস্সায় শুধু বিবৃতি, শ্লোগান ও ঘোষণা আসছে। সার্বরা অবিরাম অস্ত্রের চালান পাচ্ছে। অথচ এখন

www.pathagar.com

আমাদের মুসলিম দেশগুলো আমাদের জন্য ঔষধ ও খাদ্যবহনকারী জাহাজগুলোকে সমুদ্র সীমানা অতিক্রম করার অনুমতি দিচ্ছে না। ইসলামী উম্মাহর মুবাল্লিগরা নির্লিপ্ত, নির্বিকার। তাদের কোন ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। কুয়েতে মানবাধিকার রক্ষার নামে তড়িৎ বাহিনী প্রেরণকারী বাহাদুর (?) আমেরিকা বসনিয়াতে মুসলমানদের রক্তের নদী প্রবাহিত হতে দেখে নিরব দর্শকের কোন কোন ক্ষেত্রে গোপনে সার্বদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। সে আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা এখন আর মানবাধিকারের কথা বলে না। কারণ, এখানে তো তারই খৃষ্টান ভাইয়েরা মুসলমানদেরকে জবাই করছে। আর কুয়েতে ছিল তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। আর এখানে তো সার্বদেরকে কিছু বলার অর্থ হচ্ছে, নিজেদেরই স্বার্থের পরিপন্থী কিছু বলা। তবে বাহাদুর (?) আমেরিকা ও তার নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ যতটুকু ভূমিকা পালন করছে, তা হল—তারা সার্বদেরকে মাঝে মধ্যে একটা সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছে, সার্বরা যেন অমুক তারিখের মধ্যেই গণহত্যা বন্ধ করে দেয়। এটা তো আসলে গোপনে সার্বদেরকে পয়গাম দেওয়া যে, তোমরা এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের যত রক্তপাত ঘটাতে চাও তা স্বাধীনভাবে করতে পারো। তাদের রক্ত দিয়ে হোলী খেলতে চাও, খেলতে পারো, তার পূর্ণ অনুমতি তোমাদের রয়েছে।

নির্বিকার মুসলমান

যা হোক, অন্যদের ব্যাপারে আর কিই বা অভিযোগ করবো! আফসোসের কথা হচ্ছে, ইউরোপে আল্লাহর নামে প্রতিষ্ঠিত এ দেশটিতে রক্তের বন্যা বয়ে যেতে দেখেও মুসলমানরা নিশ্চুপ নির্বিকার। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালন করছে না। তারা হৃদয়ঙ্গম করছে না যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ এক দেহের ন্যায়। বিশ্বের যে কোন জায়গায় একজন মুসলমানও যদি মুসীবতে পতিত হয় তাহলে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানকে তার ব্যথায় ব্যথিত হওয়া দরকার। তার প্রতিকারের জন্য সবাইকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। তারা হয়তঃ ভাবছে, এই আগুন ইউরোপের এই সুন্দর উপত্যকাটি পর্যন্তই সীমিত থাকবে। এটা তাদের খামখেয়ালী বৈ কিছুই নয়। বসনিয়ার এই আগুনের

www.pathagar.com

লেলিহান শিখা তাদের গৃহ পর্যন্তও পৌঁছতে পারে। সুযোগ বুঝে তাদেরকেও তাদের কাফের শত্রুরা আক্রমণ করে বসবে। যেমন যুগে যুগে হয়েছে, হচ্ছে। বসনিয়ার দুর্ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটা চপেটাঘাত, তারা এ থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

খুবসুরত শহরে ধ্বংসের তাণ্ডব

কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের খুবসুরত শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। লাখ লাখ লোককে এখান থেকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হল। হাজার হাজার নিরীহ মুসলমান সার্বদের নির্যাতন শিবিরগুলোতে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। চারদিকে এত বর্বরতা ও নৃশংসতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যে, নিজের অবস্থা ও নিজের দুঃখের দিকে তাকানের সুযোগই হচ্ছে না। আমরা প্রতিদিনই যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করতাম।

একসময় যে খাওলা সামান্য একটু রক্ত দেখলে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়তো, আজ সেই খাওলা সময়ের আবর্তনে সার্ব পাষণ্ডদের রক্ত পান করার জন্য মেতে উঠেছে। বিশেষ করে সার্বসেনাদেরকে দেখলে তো আমার অস্তিত্বের মাঝে একটা আজব হিংস্রতা জেগে উঠে। পুরুষ মুজাহিদ সাথীরা পর্যন্ত অনেক হামলায় আমার থেকে অনেক পিছিয়ে থাকে। মাত্র এ কয়েকটি মাসে আমরা ৭০ (সত্তর)টি স্থানে সার্বদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হই। আমাদের রেজিমেন্টটি সার্বদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী হাতিয়ার ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। পিস্তল, গ্রেনেড, বন্দুক, রাইফেল, হালকা মেশিনগান, ক্লাসিনকোভ, ফেরী ইত্যাদি, এখন এগুলো চালানো আমার বাম হাতের খেলা। এসব দিনগুলোতে আমি মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে যেতেও দেখেছি। আমরাও কাফের হায়েনাদের রক্তের নদী প্রবাহিত করেছি। তবে এমন একটি ঘটনা স্বচক্ষে দেখলাম, যা ভুলতে চাইলেও ভোলা সম্ভব নয়।

নির্মম বর্বরতা

সেদিন সারায়েভোর উত্তরাঞ্চলের একটি মুসলমান মহল্লা মাইন ও গ্রেনেডের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেয়া হলো। সার্বসেনাদের

www.pathagar.com

নির্যাতনের এটাও একটা অন্যতম কৌশল। তারা মুসলমান মহল্লার কাছ দিয়ে যেতে যেতে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যস্ত এমন কোন মুসলমানদের ঘরে আচানকভাবে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারতো, কিংবা মাইন পুঁতে রেখে তা বিস্ফোরণ ঘটাতো। এগুলো সার্বদের কাছে মামুলী ব্যাপার। অহরহ তারা এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। ঐ মহল্লার অধিকাংশ লোক সেই দুর্ঘটনায় মারা যায়, তবে যারা বেঁচে যায় তাদেরকে আমাদের মুজাহিদ উদ্ধারকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। উদ্ধারকর্মীদের মাঝে আমিও শরীক ছিলাম।

এক জায়গায় একটি চার বছরের শিশুকে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করে চিৎকার করতে দেখলাম। আমি তড়িৎ গতিতে আহত শিশুটিকে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। ফেরেশতার মত চেহারা এই ছোট্ট শিশুটির কোমরে গ্রেনেডের টুকরা এমনভাবে বিঁধেছে যে, অপারেশন ছাড়া তা থেকে নাজাত পাওয়ার কোন উপায় নেই। যে অঞ্চলে ক্ষুধা দিবা-রাত্রির মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে জীবন ধারণের একটা সাধারণ উপকরণও পাওয়া মুশকিল, যেখানে পান করার পানি পর্যন্ত খুব কষ্টে পাওয়া যায়, সেখানে ঔষধের আকাল পড়াটা একটা মামুলী ব্যাপার। হাসপাতালে, বরং পুরো সারায়েভোর কোথাও অজ্ঞান করার ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই শিশুটিকে জ্ঞান থাকা অবস্থায়ই অপারেশন করা হল। কারণ, ওর জান বাঁচাতে হলে এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। সে শিশুটির ছবি বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছবি তো শুধু খানিকের ঘটনা বুঝায়। কিন্তু সেই শিশুটির কথা যা আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম, ওর চোখের ব্যাকুলতা, ওর ক্রন্দন, চিৎকার, ওর অস্থিরতা, যে কেউ দেখবে সে না কেঁদে স্থির থাকতে পারবে না।

মানবতার কলংক

মন যতই পাষাণ হোক, তার উপরও যখন দুঃখ--বেদনার বারি বিন্দু বিন্দু করে ধারাবাহিকভাবে পড়তে থাকে তখন তা গলে যায়। কিন্তু বসনিয়াতে আমাদের প্রতিপক্ষ মানুষ ছিল না। স্লোভোদান মেলেসোভিচ

www.pathagar.com

(সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট) ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা সাক্ষাৎ শয়তান। মানবতার কলংক। তাদের লক্ষ্যই মানবতার ধ্বংস সাধন। তারা মুলসমান ও ইসলামকে ইউরোপের মাটি থেকে চিরদিনের জন্য মুছে দিতে চায়।

আমাদের দিন-রাত শত শত লোমহর্ষক, হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলীর মধ্যদিয়ে কেটে যাচ্ছে। যখনই কিছুটা অবসর পেতাম, তখনই চোখের সামনে ছামারার অশ্রুভরা চেহারা ভেসে উঠতো। আমি জানতাম, আমার বোন বসনিয়ার সে সব হাজার হাজার নীরব মুজাহিদ বেটীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে, যাদের জীবন এবং জীবনের সবচেয়ে দামী বস্তু সতীত্ব ইসলাম ও মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গিত হয়ে গেছে। আলী ও সফদরের কথা মনে পড়লেও আমার হৃদয় স্পন্দিত হত। কিন্তু ছামারার কথা যখন মনে পড়তো তখন মনে হত যেন আমার রক্তগুলো আমার শিরায় শিরায় তড়িৎ গতিতে দৌড়াচ্ছে।

রাতের অপারেশন

ইতোমধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন আমাদের হাতে সোপর্দ করা হল। আমাদেরকে সারায়েভো শহর থেকে খানিক বাইরে সার্বসেনাদের একটি বন্দীখানা থেকে মুসলমান যুবকদেরকে মুক্ত করার দায়িত্ব দেয়া হল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেখানে আমাদের কয়েকজন মুজাহিদ যুবক সহ আনুমানিক ছ'শ মুসলমান বন্দী আছে। আমি যদি আপনাকে বলি, এই ছ'শ লোককে মাত্র দু'শ ফুট চওড়া ও তিনশ' ফুট লম্বা জায়গায় কয়েদ করে রাখা হয়েছে তাহলে হয়তঃ আপনি বিশ্বাস করবেন না। তাদের হাত-পা বেঁধে মালপত্রের বস্তার মত গাদাগাদি করে ভরে রাখা হয়েছিল। এমনকি পায়খানা পেশাবেরও আলাদা কোন জায়গা ছিল না, ওখানেই এই প্রয়োজন মেটাতে হতো।

আমরা জানতে পেলাম, পরদিন তাদের সবাইকে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। সার্বদের অভিধানে স্থানান্তরের অর্থ হচ্ছে জবাই করা। এজন্যই হাই কমাণ্ডের পক্ষ থেকে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হল যেন আমরা তাদেরকে মুক্ত করার জন্যে সবধরনের প্রচেষ্টা চালাই। আমাদের অপারেশন গ্রুপটি মোট সাতজন মুজাহিদ নিয়ে গঠিত।

www.pathagar.com

আমাদের কাছে সীমিত কিছু গ্রেনেড ও ক্লাসিনকোভ। রাতের আঁধার ছড়িয়ে পড়ার পর আমাদেরকে সেই বন্দী ক্যাম্প থেকে কিছু দূরত্বে সামরিক গাড়ী দিয়ে পৌঁছে দেয়া হল।

বাকী পথটুকু আমাদেরকে হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আমাদের গন্তব্যস্থানটি পাহাড়ের মধ্যখানে অবস্থিত। এ ধরনের পার্বত্যাঞ্চলে হামাগুড়ি দিয়ে চলাটা সহজ কাজ নয়। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি সুস্পষ্ট হয়, সত্য হয়, প্রত্যয় যদি দৃঢ় হয়, ঈমান যদি পরিপক্ক হয়, তাহলে আগুনও ফুলবাগিচায় রূপান্তরিত হয়। আমি আপনাদেরকে মিথ্যা বলছি না। এটা শুধুমাত্র মৌখিক বচন মাত্রও নয় যে, মুসলমান ভাইদেরকে উদ্ধার করতে হবে ভেবে আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। অনেক দূর পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম কালে ধারালো পাথর–কংকর ও কাটাগুল্মে আঁচড় লেগে সমস্ত শরীর ক্ষত–বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও আমার মাঝে সামান্যতম কষ্ট অনুভূত হচ্ছে না। অথচ অনেক জায়গা থেকে রক্তও গড়িয়ে পড়ছে।

তথ্য অনুযায়ী সে রাতে ক্যাম্পে ত্রিশজন সার্বসেনা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেরকে ইমারতে ঢুকতে তেমন বেগ পেতে হল না। ক্যাম্পের সীমানার চতুর্দিকে মাত্র ছয়জন সার্ব সেনা পাহারা দিচ্ছে। হয়তঃ তারা এ জায়গাটি নিরাপদ বলে দৃঢ় বিশ্বাস করেছিল। কয়েদীদের পক্ষ থেকে তো তাদের কোনই আশংকা ছিল না। দু'দিন ধরে ক্ষুধার্ত কয়েদীরা পালাবেই বা কীভাবে। উপরন্তু, কয়েদীদের অধিকাংশই হচ্ছে বেসামরিক লোক। তাদের মাঝে বারো তেরো বছরের অনেক বালকও রয়েছে।

আমরা ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করলাম। আমি যে দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম সেখানে পাহারারত সৈন্যটিকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। আমি তার উপর গুলি খরচ করাটা অনর্থক মনে করলাম। রাইফেলের বাট দিয়ে চারটি জোরদার আঘাত হানলাম। এতেই রফা দফা হয়ে গেল। পুরো ছয়জন পাহারাদার সৈন্যকে কাবু করে আমরা ইমরাতের ভিতর ঢুকে পড়লাম। ইমারতটিতে বড় বড় কয়েকটি রুম রয়েছে। ভিতরে আরো চারজন সৈনিক ছিল। তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছাতে আমাদের কয়েক মিনিট ব্যয় হল। অতঃপর

www.pathagar.com

বন্দীদেরকে যে রুমে রাখা হয়েছিল, সেখানে আমরা উপস্থিত হলাম। গুদাম ঘরের মত একটা লম্বা রুমে অসংখ্য কয়েদী বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে কয়েকজন মুসলমানকে জবাই করে রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য কয়েদীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা। সীমিত জায়গায় এতগুলো মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে পরিবেশটা ভারী ভারী লাগছিল। মৃতদেহ ও অন্যান্য ময়লা আবর্জনা থেকে যে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল তাতেও শ্বাস নেয়াটা খুবই মুশকিল মনে হচ্ছিল। বন্দীদের অবস্থা বর্ণনাতীত। আমাদের আগমনটা তাদের পক্ষে নতুন জীবনের পয়গাম বয়ে আনলো। এখানের বন্দীদের মধ্যে আমাদের রেজিমেন্টের বেশ কয়েকজন মুজাহিদও ছিল। তাদের একজনের নাম খালেদ। সে আমাদেরকে দেখেই কাছে আসার জন্য ইশারা করল।

সার্বদের জাহান্নাম

"খাওলা! আল্লাহ পাকের অশেষ ধন্যবাদ। তোমরা সময় মতই এখানে পৌঁছে গেছো। তোমরা কতজন সার্ব সেনার মুখোমুখী হয়েছো?" রশির বন্ধন হতে মুক্ত হওয়ার পরপরই সে অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ছয়জন বাইরে আর চারজন ভিতরে.... কিন্তু আমাদের তথ্য অনুযায়ী তো এখানে অন্ততপক্ষে ত্রিশজন সার্ব শয়তান থাকা উচিত ছিল।" আমি প্রত্যুত্তরে বললাম।

"হাঁ, তোমাদের তথ্য ঠিকই এবং তারা আছেও, তোমরা খুবই সতর্ক হয়ে যাও।"

"কোথায় তারা....?" শিকারের উপস্থিতির কথা শুনতে পেয়ে আমার হিংস্র প্রকৃতিটি আচানক জেগে উঠলো।

"এই হলের নিচে, বরং এই পুরো ইমারতটির নিচে রয়েছে একটি ভূগর্ভস্থ বড় রুম, যেখানে সার্বরা বিলাসিতা ও কামভোগ করে। সার্বদের ভাষায় তারা এ রুমটিকে 'বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে থাকে' খালেদ বিষাক্ত কণ্ঠে বলল।

"বিশেষ কাজ সম্পাদন" আবার কি জিনিস? তোমার কথা তো আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

www.pathagar.com

"হাঁ, সার্বদের ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সংকল্প যে, যমীনে প্রতিটি শিশু সার্ব হয়েই জন্মগ্রহণ করবে। এজন্য তারা আমাদের মুসলমান মা, বোন, স্ত্রী ও বেটীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। তাদের সতীত্ব, ইজ্জত–আবরু লুণ্ঠন করে। সবই তাদের কাছে বৈধ।" খালেদের কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। সে আরো বলল—

"এই ইমারতটির মধ্যে ছয়শ' জন বন্দী আছে কিন্তু তার অন্ধকার ও কালো অস্তিত্বের মধ্যে রয়েছে ষাটজন নিষ্পাপ, নির্যাতিতা, মযলুম মুসলমান যুবতী। তারা জীবন্ত লাশে পরিণত হয়ে গেছে। খাওলা! আমাদেরকে জানের বাজি লাগিয়ে হলেও এসব মযলুম মেয়েদেরকে সার্বদের এই জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতেই হবে।"

খালেদের কথা শুনে আমার মস্তিষ্ক জিহাদী জযবায় টগ্‌বগ্‌ করে উঠলো। আমি ভালো করেই বুঝলাম যে, সার্ব হায়েনারা মুসলমান বিদুষী নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। আজ আমি ঠিক এমন এক ধরনের জায়গায় উপস্থিত হয়েছি যেখানে আমার বোন, আমার ছামারার মত হাজার হাজার অসহায় মুসলমান মেয়েকে আটক করে রাখা হয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে তাদের মান–ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। আমার মন ও মস্তিষ্কে যেন আগুন ধরে গেল। আমার বোনও তো যুলুমের এই বাজারে হারিয়ে গেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ আল্লাহ চাহে তো এখানের একজন সার্ব শয়তানও রক্ষা পাবে না।

আমরা অবশিষ্ট অপারেশনটি খুবই তড়িৎগতিতে, অতি সন্তর্পণে সম্পূর্ণ করতে মনস্থ করলাম। দু'জন মুজাহিদ কয়েদীদেরকে নিজেদের সাথে বাইরে নিয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত আটজন মুজাহিদ, যারা বন্দী অবস্থা থেকে রেহাই পেয়েছে, আর আমরা চারজন অর্থাৎ মোট বারোজন সাথী ভূগর্ভস্থ রুমে যাওয়ার পথ খুঁজতে লাগলাম। খালেদ সহ আরো কয়েকজন এখানকার ভূগর্ভস্থ কক্ষের কথা জানতে পেরেছিল। তা এভাবে যে, সার্ব সেনারা খুবই গর্বভরে নিজেরাই এ ব্যাপারে তাদেরকে বলেছে। এমনিতেই তো রাতের নিরব প্রহরে মুসলমান মেয়ের আর্তচিৎকার ধ্বনি দেয়ালকে বিদীর্ণ করে তাদের উপস্থিতির কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। খালেদের ধারণা অনুযায়ী রাতের পাহারায় নিয়োজিত সৈন্যরা

www.pathagar.com

প্রতি আধা ঘন্টা পরপর একটা বিশেষ ঘন্টা বাজাতো। এতে ভূগর্ভে উপস্থিত সৈন্যরা বুঝে নিতো যে, 'সব ঠিক–ঠাক' আছে। পাহারারত সার্ব সৈন্যদের ডিউটি চার ঘন্টা পরপর পরিবর্তন হতো। খালেদও তার সঙ্গীরা কোন্ পথ দিয়ে ভূগর্ভে ঢুকতে হয় তা কিছুই জানতো না। সে জন্যই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা ইমারতটির চতুর্দিকে ছড়িয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পাহারার জন্য বের হওয়া সেনাদের অপেক্ষা করবো।

আমাদেরকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হয়তঃ ঘন্টার আওয়াজ না পৌছার কারণে তারা সতর্ক হয়ে পড়েছিল। আমি যে কামরায় খালিদ ও তালহার সাথে লুকিয়েছিলাম, ভূগর্ভস্থ কক্ষের পথটি সেই কামরায় বানানো একটি আলমারীর ভিতর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। সেই আলমারী দেখে আদৌ কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে, এই পুরাতন দরজাটির পিছনে জুলুম ও পাশবিক নির্যাতনের একটা মারাত্মক গরম বাজার রয়েছে।

আলমারীর ভিতর দিয়ে পাঁচজন সৈন্য বের হল।

"বুঝে আসছে না ইয়ার! এই মাস্লোভিক কোথায় মরে গেছে, ঘন্টা বাজানোর পালা তো ওর।" একজন সৈনিক মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল।

"হাঁ, হয়তঃ কোথাও শুয়ে পড়েছে, ওর ঘুমতো বেশী। কিন্তু মার্কস, টোনী ও শীতা নিরব কেন? সত্যিই ওদের নিরবতা আমাকে বিচলিত করে তুলছে। ওদের নজর তো সব সময় ঘড়ির উপর লেগে থাকে।" অন্য একজন চিন্তিত হয়ে বলল।

"চলো, প্রথমে একনজর এসব অপদার্থ কয়েদীদেরকে দেখে নেই।" তারা দরজার কাছে এসে বলল।

কিন্তু তাদের সেই আশা মনের মাঝেই রয়ে গেল, পূর্ণ করার সুযোগ পেলো না। আমরা তিনজন একই সাথে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ফায়ার করাটা বিপদজনক। কারণ, এর ফলে তাদের অন্যান্য সাথীরা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এজন্যই আমাদের চেষ্টা ছিল, কীভাবে কোন প্রকার গুলি চালানো ছাড়াই তাদেরকে খতম করে দেয়া যায়। প্রথমতঃ তাদের উপর আক্রমণটা ছিল অকস্মাৎ, দ্বিতীয়তঃ আমরা তিনজনই

www.pathagar.com

প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ছিলাম ব্যাকুল। ক্রোধে ক্রোধে আমাদের মাথায় খুন টগবগ করছিল। আমরা তাদেরকে খতম করে দেয়ার জন্য মেতে উঠেছিলাম, হয়তঃ এসব কারণেই ওরা সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারল না। আমি ওদের মধ্য হতে দু'জনকে স্বীয় রাইফেলের বাট মেরে খতম করে দিলাম। একটা আজব ধরনের উন্মাদনায় আমি মেতে উঠেছিলাম। খালেদ যদি সময় মত আমাকে না থামাতো, তাহলে হয়তঃ ওদের শরীরকে আমি কীমা বানিয়ে ফেলতাম। সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও এসব নরাধমকে খতম করার সময় আঘাতের শব্দ আমাদের অন্যান্য কৌতূহলী সাথীদেরকে এখানে একত্রিত করে দিল।

অবশেষে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করার পথটি পেয়েই গেলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার বাকী ছিল যে, অবশিষ্ট শয়তানদেরকে সেখানেই গিয়ে পাকড়াও করা হবে? না, এখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করা হবে! যদিও আশঙ্কা ছিল যে, ভিতরে অকস্মাৎ ফায়ারিং, কিংবা অন্য কোন পন্থায় লড়াই করলে হয়তঃ বন্দীদেরও প্রাণ যেতে পারে। কিন্তু তবুও আমরা শত্রুদেরকে সতর্ক হয়ে পড়ার সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ, এতে আমাদের বেশী ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিলো। দ্বিতীয়তঃ এ ভয়টিও ছিলো যে, বিলম্ব করলে হয়তঃ শত্রুদের নতুন ব্যাটালিয়ন এখানে পৌঁছে যেতে পারে। এসব কারণেই আমরা ভিতরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আলমারীর দরজা দিয়ে প্রবেশ করার পর আমরা আনুমানিক বারোটা সিঁড়ি নিচে নেমে এলাম। এরপর সিঁড়িগুলো একদিকে মোড় নিয়েছে। যখন সার্ব পিশাচদের অট্টহাসি ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পেলাম, তখন আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হল, মনযিল অতি নিকটে। ভিতরে মিউজিকের শব্দ ভেসে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে অসহায় নারীর ক্রন্দনের আওয়াজও আসছিল। সেখানে যেন মানবতা উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করছে। এ যেন পাশব শক্তির একচ্ছত্র রাজত্ব। শুধু আমি একাই নই, বরং আমাদের প্রতিটি সাথীর বক্ষ প্রতিশোধ স্পৃহায় দাউ দাউ করে জ্বলছিল। প্রত্যেকের চোখগুলো ছিলো রক্তপিপাসু।

www.pathagar.com

"ওহ্, দেখো তো... সিঁড়ির উপর কে?" একটা স্বর ভেসে এলো।

তারপরেই হঠাৎ গুলির গুরুম.... গুরুম শব্দে, আতঙ্ক, ভয়-ভীতি ও আর্তচিৎকারে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। খানিকের মাঝে জীবন মৃত্যুর ফায়সালা হয়ে গেল। কিছুপূর্বে যাদের চেহারাগুলো ছিল বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় উজ্জ্বল, এখন সেসব পিশাচদের উলঙ্গ দেহ মাটি ও রক্তের মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এসব নরাধম প্যান্ট পরারও অবকাশ পায়নি।

মানুষ ও তার জীবনের মর্যাদা পানির বুদ বুদের চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষণিকের শক্তির দাপটে মানুষ নিজেকে কতই না বড় মনে করে। এই অহমিকা, এ প্রবঞ্চনার কারণেই আল্লাহ পাক তাদের অন্তঃকরণকে মোহরাংকিত করে দেন। পাথরের ন্যায় পাষাণ বানিয়ে দেন।

এই অপারেশনে আমাদের দু'জন সঙ্গী শাহাদাত বরণ করেন। কয়েকজন আহত হন। আমি নিজেও আহত ছিলাম। আমার কনুই থেকে সামান্য উপরে আগুনের মত জ্বলন্ত যখম থেকে লাল টকটকে খুন ঝরছিলো। কিন্তু আমার অন্তরটা যেন তার চেয়েও বেশী অগ্নিদাহে প্রজ্জ্বলিত।

আমার ছামারা

এমন অবস্থার মাঝেও আমি জাতির এক একটি কন্যার কাছে গিয়ে তাদের চেহারা দেখতে ও সান্ত্বনা দিতে ভুলিনি। প্রতিটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছিলাম। তাদের সকলেরই চোখ বেয়ে অশ্রু বের হচ্ছিল। কিন্তু আমি আমার মাঝে আশ্চর্য ধরনের চঞ্চলতা লক্ষ্য করলাম। আমি দু'আ করলাম, আহা! যদি আমার ছামারা এখানে থাকতো, কিন্তু পরক্ষণেই এ দু'আর বিপরীত আরেকটি দু'আ মন থেকে বেরিয়ে এলো। আল্লাহ করুক! আমার ছামারা এ জায়গায়, এমন ধরনের স্থানে না হোক।

এক এক করে ষাটটি মেয়েকে দেখলাম। ছামারাকেও তাদের মাঝে খুঁজছিলাম। আমার সৌভাগ্য বলুন, কিংবা দুর্ভাগ্য! আমার বোন এ

www.pathagar.com

ষাটজন মুসলমান বোনদের মাঝে ছিল না। আমাদের মিশন সফল হল। এ অপারেশনের পর সার্ব সেনাদের মাঝে আমি 'খাওলা যমদূত, খাওলা রক্তপিপাসু' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলাম। বাস্তবেও আমি আমার জাতি ও ধর্মের শত্রু এসব সার্ব খৃষ্টান মৌলবাদীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলাম। বেশ কয়েকটি বিদেশী ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো। তারা আমার জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলো কিন্তু আমি তাদের সবাইকে একই জবাব দিলাম—"আমি বসনিয়ার একটি মেয়ে। নিজের দ্বীন ও মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাফন বেঁধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি..... আর এ পথে আমি একা নই।"

হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

একদিন সেই ঘটনাটি ঘটেই গেল যা আমাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিল। সারায়েভোর উত্তরাঞ্চলে আমাদেরকে মোতায়েন করা হয়েছিল। আমরা ইউনিটের ইমারজেন্সী রুমে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে খবর এলো, বড় সড়কের উপর একটি সার্ব ফৌজী ট্রাক বেশ কিছু মেয়েকে নিক্ষেপ করে চলে গেছে।

আমাদের কাছে এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলনা। সার্ব ফৌজদের অভ্যাস, তারা আসন্নপ্রসবা মুসলমান কন্যাদের নিক্ষেপ করে চলে যায়।

সংবাদ পেয়ে আমরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে গেলাম। মেয়েরা তখনো অজ্ঞান। দূর থেকে তাদেরকে ফুটপাতে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমার বুকটা একেবারে ফেটে যাচ্ছিল। কত লজ্জার কথা! মুসলিম জাতির মেয়েদের এই করুণ পরিণতি! অথচ এই আকাশের নীচে বহু সম্পদশালী মুসলমান স্বর্ণের তশতরীতে খানা খাচ্ছে। বৃটেনের রানী বা লেডী ডায়নাকে উপঢৌকন দেওয়ার জন্য লাখ লাখ ডলারের অলংকারাদি ক্রয়ে তারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না। অথচ বসনিয়ার সার্ব হায়েনাদের বর্বর নির্যাতনের শিকার ভুখা নাঙ্গা মুসলমান ভাই ও বোনদের জন্য শুধু মৌখিক কথা, বিবৃতি ও বক্তৃতা ছাড়া তারা আর কিছুই করছে না।

www.pathagar.com

হৃদয়ের এই রক্তক্ষরণ কি কখনো থামবে?

এসব মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদেরকে দেখে আমি কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস নিতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। যে দৃশ্যটি আমার ঘুমকে হারাম করে দিয়েছিল, যার থেকে মুখ লুকানোর জন্য আমি ঘুম পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলাম, সে দৃশ্য সূর্যের ন্যায় বাস্তব হয়ে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সড়কের উপর অসহায়ভাবে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা মেয়েদের মাঝে আমার প্রাণাধিক প্রিয় বোন ছামারাও বিদ্যমান।

আমি দৌড়ে ওকে নিজের কোলে উঠিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু আমার পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে। আমি কিছুই বলতে পারছি না। কীভাবে আমি ও আমার সঙ্গীরা ছামারাসহ এসব মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। আমার পা চলছিল, কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুনতে পাচ্ছিলাম না। হাঁ, কল্পনার চোখ দিয়ে অনেকগুলো দৃশ্যের অস্পষ্ট ছবি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। ছামারা ছোট হওয়ার কারণে অনেকটা জেদী ছিল। ওর ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হওয়ার। বাবা সব সময় বলতেন, ওকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাবেন। কিন্তু ওর বর্তমান অবস্থা যেন আমার চোখের জ্যোতিই ছিনিয়ে নিলো।

অনেক রাতে ছামারার জ্ঞান ফিরল। আমাকে দেখে ও প্রথমে তো হতবাক হয়ে গেল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো যে, সেখানে দণ্ডায়মান সকলের চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

"আপা! আপনি কোথায় ছিলেন.... আমি তো ভাবছিলাম, আপনিও..... আপা! এসব কি ঘটে গেল। আমি জীবিত থাকতে চাই না, আপা! আমি জীবিত থাকতে চাই না। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তো, আপনি তো আমার বোন, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তো!!" ও কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল।

আমি ওকে কি জবাব দেব! আমার গোটা অস্তিত্ব একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওতো এই হিসেবে আমার চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবতী। ও অন্ততঃপক্ষে ক্রন্দন করতে পারছে। কিন্তু আমার চোখ তো একেবারেই শুকিয়ে গেছে। খানিক পরে ও কিছুটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে

www.pathagar.com

পড়ল। আমি ওর চুলগুলো নিজের আঙ্গুল দিয়ে আঁচড়াচ্ছিলাম এবং গভীরভাবে ওকে দেখছিলাম।

আমার ছোট্ট মুন্নী বোনটি একেবারেই বদলে গেছে। অবস্থা ওকে ওর বয়সের চেয়ে বড় বানিয়ে দিয়েছো। ওর ভরা ভরা চেহারাটি শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। লাল ও সাদা রংটি শ্যামল বর্ণ ধারণ করেছে। ওকে খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ওর অবস্থা দেখে আমার অন্তরটা তো অবশ্যই কাঁদছিল কিন্তু আমার চোখ ছিল অশ্রুহীন নিষ্প্রাণ।

অশ্রু যদি অন্তরে আটকে যায়, তাহলে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়। আর এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল।

"আপা!"

"হাঁ, বলো।" আমি স্নেহভরে বললাম।

"আমি কি ঠিক হতে পারি?" ও চোখ দুটি বন্ধ করে বলল।

"হাঁ, আমার ছামু! তুমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে পাগলী!" আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম।

"আমি ওকে...." ও থেমে থেমে বলছিল "ওকে জন্ম দিতে চাই না।"

"কিন্তু ছামু..... এখন এটা সম্ভব নয়, এতে তোমার প্রাণ চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কোন ডাক্তারই এটার অনুমতি দেবে না, মাত্র দু'তিন মাসের ব্যাপার, তারপর তো সব ঠিক হয়ে যাবে।" আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম।

"না....।" ও দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "আমি ওকে মোটেও জন্ম দিতে চাই না....., আপা! অন্য কোন পথ নেই?"

"না ছামারা.... অনেক দেরী হয়ে গেছে।" আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, পরে ও একদম চুপ হয়ে গেল।

হায়.... যদি আমি বুঝতে পারতাম, ও এসব কেন জিজ্ঞেস করছে, তাহলে কতই না ভাল হত, যদি সে মুহূর্তে ওর মনোভাবটা বুঝতে সক্ষম হতাম....! কিন্তু মানুষ যা চায়, অনেক সময়ই তা পায় না, এটাই হচ্ছে তাকদীরের অমোঘ নিয়ম।

আমি ছামারাকে ঘুম পাড়িয়ে ইউনিটে চলে এলাম। আমি

www.pathagar.com

হাসপাতাল থেকে এসেছি মাত্র কয়েক ঘন্টাই হবে। ইতিমধ্যে হঠাৎ কমাণ্ডার তাহের বেগোভিচ্ আমার কাছে গিয়ে উপস্থিত। আমি তার চেহারা দেখে বিচলিত হয়ে পড়লাম। তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেক দিন পর তার সাথে নিভৃতে সাক্ষাৎ হল। তাকে আমি সালাম করলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ

"খাওলা, ... আমার সাথে চলো।"

"কোথায়....?" আমার ঠোঁটটি কাঁপছিল।

"কি ব্যাপার তাহের চাচা! প্লীজ আমাকে খুলে বলুন। কি ব্যাপার?"

আমার কথা শুনে তিনি আমাকে গভীরভাবে দেখলেন।

"হাঁ, চাচা, আমি সব কথাই শুনতে পারবো। এখন আমার দিলটা এত দুর্বল ও ছোট নেই। ....বলুন, কি ব্যাপার?"

"আমি তোমাকে নিয়ে সত্যিই গর্বিত বেটী।"

তিনি অবশেষে আমাকে বললেন, "তোমাকে নিয়ে গর্বিত কেন হবো না, তুমি তো একজন মুজাহিদা, ইসলাম ও মুসলমান জাতিকে বলকানের মাটিতে রক্ষা করার জন্যে তুমি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছো।

খাওলা বেটী! আল্লাহ তা'আলা নিজের একটি আমানত আমাদের থেকে ফেরত নিয়ে নিয়েছেন, বেটী ছামারা এখন আর ইহজগতে নেই।"

এটা তাহের চাচার কণ্ঠস্বর ছিল, না বোমা বিস্ফোরণ! আমার পুরো অস্তিত্বটা যেন এ শব্দে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ল। আমি যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেলাম। দাবী করা সহজ কাজ কিন্তু সে দাবী বাস্তবায়িত করা সহজ নয়। আমি সবকিছু শ্রবণ করার শক্তি রাখি এ দাবী তো সহজেই করেছিলাম। কিন্তু আমি এ দুঃসংবাদ শ্রবণ করার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমি তো কিছুক্ষণ আগেও ছামারাকে হাসপাতালে মোটামুটি সুস্থ রেখে এসেছিলাম।

"এটা .... এটা কীভাবে হল.... ওকে তো আমি ঠিকঠাক রেখে এসেছিলাম?"

"বেটী! ছামারা.... ছামারা... আত্মহত্যা করেছে।" তিনি মাথা নত করে বললেন।

www.pathagar.com

তার কথাগুলো আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি হতে লাগল। হয়তঃ সে নিশ্চিত হয়েছে যে, এখন আর কিছু সম্ভব নয়, তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ও সার্ব বাচ্চাকে জন্ম দিতে চাচ্ছিল না, সেজন্য ও জীবন থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

"এই.... এই পত্রটি তোমার জন্য রেখে গেছে।" কমাণ্ডার তাহের চাচা একটি চিঠির খাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আল্লাহ জানেন, আমি কীভাবে খামটি ছিঁড়ে ভিতর থেকে চিঠি বের করলাম। হলুদ রঙের একটি কাগজে ছামারার পত্রটা ছড়িয়ে আছে।

"আপা, নিঃসন্দেহে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন যে, আমি এটা আবার কি করলাম, তাই না? কিন্তু আমি নিরুপায়। আমাকে ক্ষমা করবেন।

আপা! আমি এসব সার্ব শয়তানদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, তারা যা কিছুই করুক না কেন, আমাদের সাহস ও হিম্মতকে কখনো পর্যুদস্ত করতে পারবে না। সার্ব হায়েনারা আমাদেরকে বলতো, তারা নিজেদের মর্জিকে আমাদের তকদীর বানিয়ে দিয়েছে এবং এটাও বলতো, আমাদের অস্তিত্বটা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য চপেটাঘাত ও কলংক স্বরূপ। কিন্তু আমি ..... আমি নরাধম পিশাচদের সমস্ত আশাকে, সমস্ত পরিকল্পনাকে নিঃশেষ করে দিতে চাই। খতম করে দিতে চাই।

আপা, আল্লাহ করুন, আপনারা আপনাদের লক্ষ্যে, উদ্দেশ্যে সফল হোন। যখন সত্যিকারভাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন হবে, তখন আমার কবরে স্বাধীন বসনিয়ার মাটিতে প্রস্ফুটিত ফুলের তোড়া অবশ্যই নিয়ে আসবেন, আমার কবরের উপর ফাতেহা পাঠ করে আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করবেন....।

—আপনার হতভাগা বোন ছামারা॥"

আমার অন্তরটা শোকে, বেদনায় ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু আমার শিরটা গৌরবে সমুন্নত। আমার ছোট্ট বোনটি জানের বাজি লাগিয়ে অন্ততঃপক্ষে নিজের সাধ্যানুযায়ী শত্রুদের অভিপ্রায় ও দূরভিসন্ধিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আমি ছামারার শেষ স্মৃতিটুকু মুষ্টিতে চেপে ধরে তাহের চাচার সাথে বেরিয়ে পড়লাম। ছামারার কাফন দাফন ফজরের নামাযের পরপরই সম্পন্ন হয়ে যায়। আপনি কি বিশ্বাস করবেন, আমার জানের চেয়ে অধিক প্রিয় বোনটির জানাযার সময় আমার চোখ দিয়ে এক ফোটা অশ্রুও বের হয়নি। তবে মনের মাঝে অবশ্যই অগ্নি বর্ষিত হচ্ছিল। আমার মনে আছে, ছামারা সবসময় নরম বিছানায় শোয়ায় অভ্যস্ত ছিল। আম্মা বিশেষ করে ওর জন্য পাখীর পালক দিয়ে তোষক বানিয়েছিলেন। সফদর সবসময় বলতো, ও এই 'বৈষম্য আচরণের' বিরুদ্ধে হরতাল করবে। পালকের তোষকে বিশ্রামকারী আমার পরীর মত বোনটি শক্ত মাটির আবরণে চিরদিনের জন্য লুকিয়ে গেলো। দুনিয়াটা ওর কাছে এতই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে, ও শান্তির তালাশে পরজগতের পানে পাড়ি জমালো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও এখন যেখানেই থাকুক না কেন, এ দুনিয়ার জীবন থেকে অবশ্যই বেশী সুখে ও শান্তিতে আছে। হাঁ, আমার অন্তরে বিদ্যমান দগদগে ক্ষত রয়েছে, আরেকটি ক্ষত ওর নামে সৃষ্টি হয়ে গেল। যেদিন ছামারা পরলোকগমন করল, তার পরের দিনই আমি একটি অপারেশনে দশজন সার্বসেনাকে ব্রাশ ফায়ার করে ঝাঁঝরা করে দেই। জীবনের সড়কটি সমতল হোক, কিংবা উঁচু নিচু হোক, তার উপর দুঃখ বেদনার যত কাঁটাই বিছানো থাকুক না কেন, সময়ের চাকা ঘুরতেই থাকবে।

আজ আম্মা, বাবা, সকলেই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এক বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই এক বছরে আমাদের জীবনের রঙই পাল্টে গেছে। জীবন-পুস্তক থেকে কত প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা ছিঁড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথচ আজও নির্যাতন ও জুলুমের বাজার গরম আছে। আমাদের প্রতিরোধ, আমাদের জিহাদও অব্যাহত রয়েছে। বসনিয়া হার্জেগোভিনার সুন্দর উপত্যকাটি ধ্বংস, বিধ্বস্ত, বিরান ও কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে। ঘর থেকেও বেশী কবর আবাদ হয়ে গেছে। প্রতিটি বক্ষ রক্তরঞ্জিত। প্রতিটি অন্তর শোকাহত।

আজও বসনিয়ার অলিগলিতে মৃত্যুর বিভীষিকা গ্রেনেড, গুলি ও বোমার আকৃতি ধারণ করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। আজও হাজার

www.pathagar.com

হাজার ছামারা জীবনের আযাব ভোগ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য ছটফট করছে। লাখ লাখ লোককে তাদের ভিটে–মাটি থেকে, তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে কেউ গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নয়।

সফদর ও আলী, আল্লাহ জানেন, জীবিত আছে কিনা! যদি জীবিতও থাকে তাহলে কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে, আমি কিছুই জানি না।

এমনিতেও আমার এখন বিশেষভাবে ওদের অনুসন্ধানের তাগাদা নেই। যেখানে হাজার হাজার সফদর ও আলী জীবনের ষ্টেজ থেকে গায়েব হয়ে গেছে, সেখানে নিজের আপনজনের শোকে অশ্রুবরণ করা কি শোভা পায়!

এ উপন্যাস নয় জীবন কাহিনী

হয়তঃ আমার কথাগুলো আপনার কাছে উপন্যাসের কাহিনীর মতই মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি এক সময় বসনিয়ার মাটিতে পা রাখেন, আপনি যদি সে সব বৃদ্ধা, ভুখা নাঙ্গা মাদেরকে নিজেদের যুবক সন্তানদের কবরে অশ্রু বর্ষণ করতে, উন্মাদের মত বাচ্চাদেরকে ডাকতে এবং তাদের কবরের মাটিতে মুখ ও মাথা ঘষতে ঘষতে রোদন করতে দেখেন, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আপনিও নিজেকে ভুলে যাবেন।

এখানে সব ধরনের নির্যাতন হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম ও স্বাধীনতা প্রেমিকদের সম্মুখযাত্রা থামেনি। আমাদের হিম্মত ও উদ্যম আজও বলিষ্ঠ। বরং এখন তো মজলুম মুসলমানের রক্তের সমুদ্র স্বাধীনতার প্রদীপে এমন জীবন সঞ্চারক তেল ঢেলে দিয়েছে যা নির্বাপিত করার সাধ্য কারোর নেই।

এই যুদ্ধ চলছে। নিঃসন্দেহে তা মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত করে তবেই ক্ষান্ত হবে। এ বিজয়ের আমরা শুধু অপেক্ষাই করছি না, বরং এ বিজয়ে আমাদের অটল বিশ্বাসও রয়েছে।

ভবিষ্যত আমাদের জন্য কি বয়ে আনে, সেদিকে আমি যাচ্ছি না,

www.pathagar.com

বরং বর্তমান অবস্থা দেখে আমার পরিতাপের সীমা নেই। মুসলিম জাতির তো একক জাতিতে রূপান্তরিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা বিভিন্ন জাতে, বিভিন্ন বংশে ও বিভিন্ন ভাষায় বিভক্ত হয়ে আজ নিজেদের সেই ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে হারাতে বসেছে। তাদের অনৈক্যের দরুন সর্বক্ষেত্রে তারা তাদের শত্রুদের হাতে মার খাচ্ছে। তাদের মানবতাবোধ, তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ কোথায়? ইসলাম কি এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেনি? ইসলাম কি ভাষা, ভৌগোলিক, বর্ণ, গোত্র বৈষম্যকে মূলোৎপাটন করার ঘোষণা দেয়নি? ইসলাম কি মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে জিহাদের ডাক দেয়নি? ইসলাম কি মজলুম মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেয়নি? ইসলাম তো আমাদেরকে এটাও নির্দেশ দিয়েছে যে, কাফেররা যদি মাত্র একটি মুসলমান মেয়েকে আটক করে রাখে, তখন তাকে উদ্ধার করার জন্য বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়।

কোথায় সেই আদর্শ?

কিন্তু, কোথায় সেই অনুভূতি, কোথায় ইসলামের সেই আদর্শ? আমাদের এক ভাই ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় মাটিতে পা ঘঁষাঘঁষি করে ছটফট করছে, পক্ষান্তরে আরেক ভাই বিশ্বের সবচেয়ে দামী গাড়ীতে স্বর্ণখচিত দামী পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বিশ্ববাসীর বাহবা কুড়াচ্ছে। এত পার্থক্য, এত ব্যবধান যেখানে, সেখানে একটি বসনিয়া কেন, শত শত বসনিয়ার উদ্ভব হতে পারে। সার্ব বলাৎকারের শিকার হাজার হাজার মুসলিম বিদূষী মেয়েরা আর্তনাদ করে মুসলমানদের কাছে আবেদন করছে, "হে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা! আমরা আপনাদের কাছে খাদ্য চাই না, আমরা পানি চাই না, আমাদের জন্য সেই বড়ি ও ঔষধ পাঠিয়ে দিন যা দিয়ে আমরা আমাদের পেট থেকে সার্ব নরপশুদের এই জঞ্জাল মুক্ত করতে পারি। আমরা সার্ব বাচ্চা জন্ম দিতে চাই না। আমরা কাফের বাচ্চা জন্ম দিতে চাই না। বাঁচান। আমাদেরকে রক্ষা করুন।"

মুসলমান যুবকদের অন্তরাত্মাকে বসনিয়ার বোনদের এই সকরুণ

www.pathagar.com

আর্তনাদ কি নাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবে? এটা আজ তাদের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা।

আমি আজও নিজের ইউনিটের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমার জীবন এখন আমার ধর্ম ও আমার দেশের আমানত। সার্ব ফৌজরা আমার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে রেখেছে। হতে পারে, যখন আমার এই 'সংক্ষিপ্ত জীবন ডায়রীখানা' আপনাদের কাছে পৌঁছবে, তখন হয়তঃ আমার জীবনের বই বন্ধ হয়ে যাবে। সমাপ্তি ঘটবে আমার জিহাদী জীবনের। তবে, হাঁ, আমি অবশ্যই চাই যে, মৃত্যুর পূর্বে যেন একবার আমার বোন আমার ছামারার কবরের উপর স্বাধীন বসনিয়ার মাটিতে প্রস্ফুটিত ফুলের একটি তোড়া, একটি গুচ্ছ রাখতে পারি। আপনারা দু'আ করবেন যেন আমার এ আশাটি পূর্ণ হয়।

আপনাদের মুসলমান বোন—
খাওলা বেগোভিচ্
সারায়েভো (উত্তর সেক্টর)
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ইং